মৎস্য পর্ষদ সংকলন

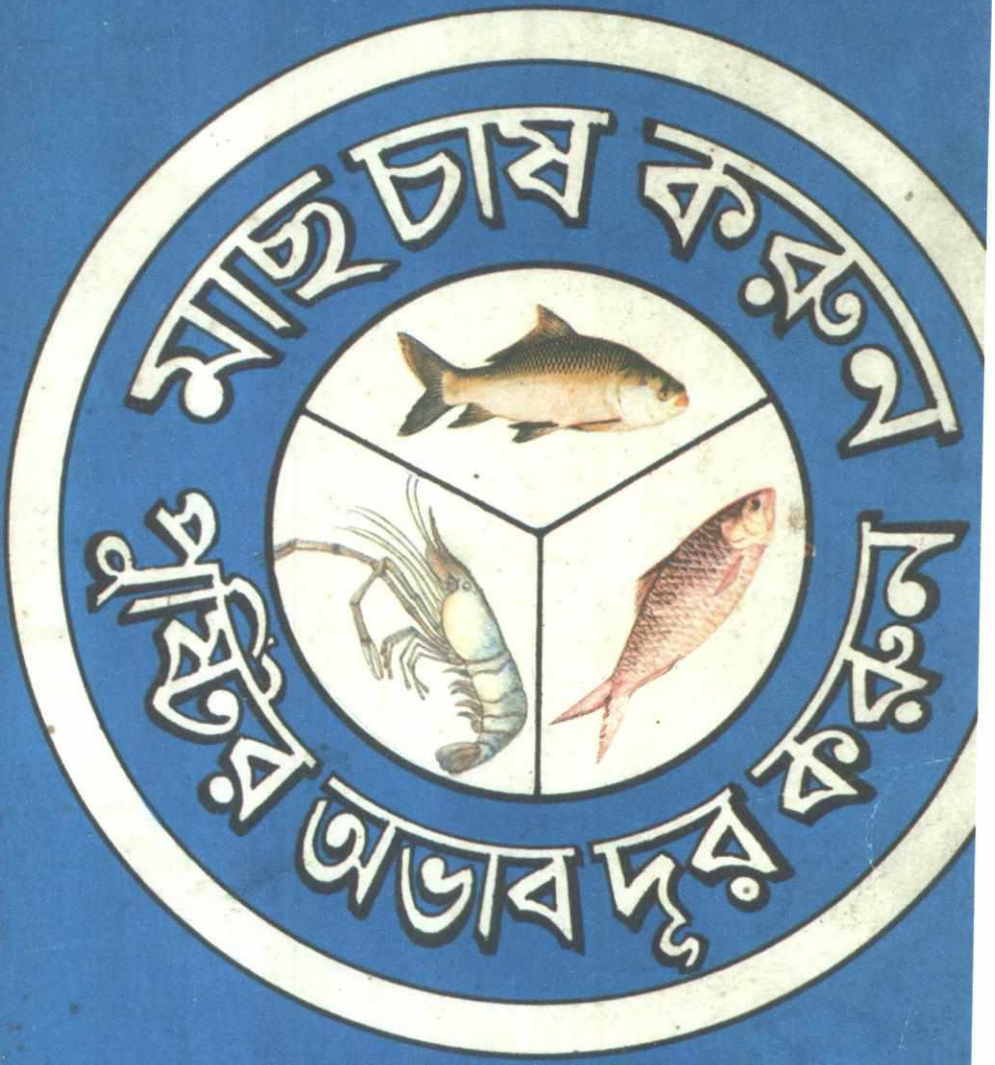

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
মৎস্য ভবন, ঢাকা
(আগষ্ট, ১৯৯৩)

মৎস্য পক্ষ'৯৩ সংকলন

সম্পাদনা পরিষদঃ

০১. জনাব মোঃ লিয়াকত আলী, প্রকল্প পরিচালক, ৩য় মৎস্য প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা	আহবায়ক
০২. জনাব নাসির উদ্দি ন আহমেদ, উপ–পরিচালক, ঢাকা বিভাগ, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
০৩. জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
০৪. জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
০৫. জনাব মোঃ মাহমুদুল হক, সহকারী প্রধান, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
০৬. জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, গবেষণা কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
০৭. জনাব মোহাম্মদ আলী, গবেষণা কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
০৮. জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, তথ্য অফিসার, মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তর, ঢাকা	সদস্য
০৯. জনাব সমরেন্দ্র নাথ চৌধুরী, উপ–পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য সচিব

মৎস্য অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ভবন, পার্ক এ্যাভিনিউ, রমান, ঢাকা–১০০০
(আগষ্ট, ১৯৯৩)

প্রকাশ ও প্রচারণাঃ

মৎস্য অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ভবন, পার্ক এ্যাভিনিউ
রমনা, ঢাকা–১০০০

প্রকাশকালঃ

আগষ্ট ০১, ১৯৯৩
শ্রাবণ ১৭, ১৪০০

প্রচার সংখ্যাঃ

১০,০০০ কপি (সৌজন্য মূলক বিতরণের জন্য)

কম্পিউটার কম্পোজঃ

মাইক্রোকম সার্ভিসেস
বিএমএ ভবন
১৫/২, তোপখানা রোড, ঢাকা

শুভেচ্ছা বাণী

মৎস্য পক্ষ'৯৩ উদযাপন উপলক্ষে মৎস্য অধিদপ্তর একটি সংকলন প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত হলাম। সংকলনে মৎস্য সম্পদ, মৎস্য চাষের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি ও সম্প্রসারন পদ্ধতি সর্ব স্তরের জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সমাজের সর্ব স্তরের জনগণ মৎস্য চাষে এগিয়ে আসলে আমরা কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারব। এ উদ্দেশ্যে মৎস্য চাষকে সামাজিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মাননীয়া প্রধান মন্ত্রী ১লা—১৫ই আগষ্ট 'মৎস্য পক্ষ'৯৩' উদযাপনের কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। দেশের সকল জলাশয়ের উৎপাদনমুখী সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার ইতিমধ্যে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এ সবের আলোকে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে মৎস্য চাষে ইতিমধ্যেই জনমনে ব্যাপক আগ্রহ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করণের লক্ষ্যে মৎস্য বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা দেয়া আবশ্যক। এ সংকলন সে চাহিদা বহুলাংশে পুরণ করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করে এ সংকলন প্রকাশের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

নাছিরুদ্দিন

(এ, জেড, এম, নাছিরুদ্দিন)
সচিব
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়।

FISHERIES TRAINING ACADEMY
LIBRARY
ACCESSION NO 553
DATE 17.10.2016

মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমী
লাইব্রেরী
সাভার, ঢাকা

মুখবন্ধ

স্মরণাতীত কাল হতে এদেশের মানুষের খাদ্য তালিকায় মাছ অপরিহার্য্য অংগ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আমরা দেশের দীঘি—পুকুর, হাওড়—বাওড় নদী—নালা, খাল—বিল এবং সমুদ্র থেকে মাছের সরবরাহ পেয়ে থাকি। বর্তমানে দেশের মোট আভ্যন্তরীন উৎপাদনের (জিডিপি) ৩.৩ শতাংশ এবং রপ্তানী আয়ের প্রায় ৭ শতাংশ মৎস্য সম্পদ যোগান দিচ্ছে। দেশের প্রায় এক কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৎস্য চাষ, আহরণ ও বিপনন সহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। অতি সম্প্রতি মাছের উৎপাদন বাড়লেও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য মাছের চাহিদা বেড়েই চলেছে। অপরদিকে যথেচ্ছ মৎস্য আহরণসহ মানুষ্য সৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে মাছের চাহিদা ও সরবরাহের ব্যবধান বাড়ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দেশের নদী—নালায় মাছের মজুদ গড়ে তোলার জন্য উমুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। একই সাথে মাছ যাতে নিরাপদে বিচরণ করতে পারে তজ্জন্য কতিপয় জলাশয়ে অভয়াশ্রম গড়ে তোলা হয়েছে। বদ্ধ জলাশয়ে চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৎস্য চাষের নতুন নতুন কলাকৌশল উদ্ভাবন করা হচ্ছে। অতিমাত্রায় সমুদ্রের মাছ আহরণ করে যাতে সম্পদের ক্ষতি সাধন করতে না পারে তার জন্য সার্ভেলেন্স চেক পোষ্ট গঠন করা হয়েছে। সরকার মৎস্য সেক্টরের কতিপয় কর্মকান্ডকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বিভিন্ন রেয়াতী সুযোগ প্রদান করেছেন। ব্যাংক ঋণ ব্যবস্থা উদার করা হয়েছে। মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের জন্য অর্থ ও অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটির কতিপয় গুরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে মাননীয়া প্রধান মন্ত্রী সদয় অনুমোদন প্রদান করেছেন। এ গুলোর বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলছে। কিন্তু সর্বস্তরের জনগণ এগিয়ে না এলে কাংখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়। তাই ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার 'মৎস্য পক্ষ'৯৩' উদযাপনের কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন।

এ সব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে আশা করি মৎস্য চাষে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হবে। মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা এবং মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে করনীয় বিষয়ে জনগণকে ধারণা দেয়া, মাছ চাষের কলাকৌশলকে অতি সাধারণ ভাষায় সহজ করে তুলে ধরাই এ সংকলনের প্রধান লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যে 'মৎস্য পক্ষ'৯৩' উপলক্ষে মৎস্য অধিদপ্তর হতে প্রকাশিত এ সংকলন বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আশা রাখি। এ সংকলনে এ দেশের মৎস্য সম্পদ, মৎস্য চাষ প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারনা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সংকলনটিতে প্রতিটি বিষয় সহজ করে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সংকলনটি মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সামান্যতম সহায়ক ভূমিকা রাখলেও শ্রম সার্থক হবে।

(এ, কে, আতাউর রহমান)
পরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ,
ঢাকা

''সূচী পত্র''

১।	মাছ চাষ	১
২।	আফ্রিকান মাগুরের চাষ	৫
৩।	গলদা চিংড়ির চাষ	৯
৪।	ট্রিকল ডাউন পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ	১৩
৫।	কৃষকের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণের ভূমিকা	১৭
৬।	মৎস্য সংরক্ষণ আইন এবং উহার বাস্তবায়ন	১৮
৭।	সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনা	২০
৮।	মাছের ক্ষতরোগ ও উহার প্রতিকার	২৩
৯।	মৎস্য চাষ ও প্রজনন বিষয়ক হিসাব পদ্ধতি	২৫
১০।	১৯৯২–৯৩ আর্থিক সালে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের সার সংক্ষেপ	২৯
১১।	মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী	৩২
১২।	মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুটের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী	৩৬
১৩।	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী	৩৬
১৪।	সংযোজনী ঃ	
	১৪ (১) জলসম্পদ/মৎস্য সম্পদ বিষয়ক তথ্যাবলী	৩৭
	১৪ (২) মৎস্য রপ্তানী বিষয়ক তথ্যাবলী	৩৮
	১৪ (৩) মৎস্য বিষয়ক এ্যাক্ট/অধ্যাদেশ/বিধিমালাসমূহ	৩৯
	১৪ (৪) মৎস্য খামার / হ্যাচারীর তালিকা	৪০
	১৪ (৫) মৎস্য বিষয়ক উপকরনাদির তালিকা ও প্রাপ্তি স্থান	৪৫
	১৪ (৬) মৎস্য পক্ষ '৯৩ এর কর্মসূচী	৪৭
	১৪(৭) প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বরের তালিকা	৫১

মাছ চাষ

মাছ চাষ হচ্ছে পুকুরে সুষ্ঠু পদ্ধতিতে মাছের খাবারের চাষ করা।
রাক্ষুসে মাছ পোনা মাছ খেয়ে ফেলে এবং চান্দা, মলা, গুড়া চিংড়ি ইত্যাদি চাষকৃত মাছের খাবার খেয়ে ফেলে।
মাছ চাষের জন্য প্রয়োজন মাটি, পানি, জৈব–অজৈব সার, খাদ্য, আলো এবং বাতাস।

পোনা ছাড়ার আগের কাজ

পুকুর প্রস্তুতকরণঃ

পুকুরের পাড় ঠিকঠাক করে নিন। পুকুরের পাড়ের গাছের ডালপালা ছেঁটে ফেলুন।
পুকুরের সকল আগাছা তুলে ফেলুন। রাক্ষুসে ও বাজে মাছ মেরে ফেলার জন্য পুকুর শুকিয়ে ফেলুন। পুকুর শুকানো না গেলে নিম্নলিখিত যে কোন একটি ঔষধ বর্ণিত মাত্রায় ব্যবহার করুনঃ–

মাছ মারার ঔষধ	পরিমাণ/শতাংশ/৩০ সেন্টিমিটার (১ ফুট) পানি
ফসটক্সিন/কুইকফস/সেলফস	৩ গ্রাম (একটি ট্যাবলেট)
রোটেনন	৩০–৩৫ গ্রাম
ব্লিচিং পাউডার	৯০০ গ্রাম
মহুয়ার তৈল	৩ কেজি

পানি সেচে ফেলা/মাছ মারার ওষুধ দেয়ার পরপরই ১ কেজি/শতাংশ হারে চুন একটি পাত্রের মধ্যে নিয়ে অল্প পানিতে গুলে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিন। পুকুরে পানি থাকলে চুন পানিতে মিশিয়ে চুন গোলানো পানি পুকুরে ছিটিয়ে দিন।
চুন দেওয়ার ৬–৭ দিন পর সুষমভাবে পুকুরে নিম্নলিখিত তালিকা অনুযায়ী সমস্ত পুকুরে সার ছিটিয়ে দিন। এরপর অল্পমাত্রায় পানি দিন। এতে সার পঁচে ক্ষতিকর গ্যাস বের হয়ে যাবে এবং মাছের খাদ্য উপাদান পানিতে বেড়িয়ে আসবে। পুকুরে পানি থাকলে সকল সার পানিতে গুলে ১০–১৫ ঘন্টা পর সার গোলানো পানি পুকুরে ছিটিয়ে দিন।

সার	পরিমাণ/শতাংশ
গোবর/	৫–৭ কেজি /
হাঁস–মুরগীর বিষ্ঠা	৩–৫ কেজি
ইউরিয়া	১০০–১৫০ গ্রাম
টি এস পি	৫০–৭৫ গ্রাম
এমপি	২০–২৫ গ্রাম

চুন দেয়ার পর পুকুরের পানি যদি ঘন সবুজ হয়ে যায় তা হলে সার দেবেন না। পুরোনো পুকুরে এ রকম হয়ে থাকে। যে পুকুরে বিষ দেয়া হয়েছে, তাতে হাপা স্থাপন করুন। হাপার ভিতরে ১০–১৫টি পোনা রেখে ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। যদি পোনা মারা না যায়, তবেই পুকুরে পোনা ছাড়ুন।

সার দেয়ার এক সপ্তাহ পর বা চুন প্রয়োগের দুই সপ্তাহ পর নিচের তালিকার অনুযায়ী ৮–১০ সেন্টিমিটার বা ৪–৫ ইঞ্চি আকারের পুষ্ট পোনা মজুদ করুন।

প্রজাতি	সংখ্যা/শতাংশ
সিলভার কার্প, কাতলা	৯–১০
রুই	৫–৬
গ্রাস কার্প, সরপুটি	২–৪
মৃগেল, মিরর কার্প, কমন কার্প	৬–৭

মোট	২২–২৭

শুধুমাত্র সার ব্যবহার করে মাছ চাষ করার বেলায় প্রতি শতাংশে কেবল ২২টি পোনা মজুদ করুন। সার ও প্রতিদিন মাছের সম্পূরক খাবার দিয়ে চাষ করলে প্রতি শতাংশে ২৭টি পর্যন্ত পোনা মজুদ করতে পারবেন। তবে উন্নত ব্যবস্থাপনার সুবিধা থাকলে আরও অধিক হারে পোনা মজুদ করা যায়।

পোনা মজুদ করার পরের কাজঃ

পোনা মজুদের পর দিন থেকে পুকুরে মোট মাছের ওজনের শতকরা দুই ভাগ হারে খাবার দিন। সরিষার খৈল ও গমের ভূষি বা চাউলের কুঁড়া সমান অনুপাতে মিশিয়ে খাবার তৈরী করতে হয়। সরিষার খৈল একটি পাত্রের পানিতে ১০–১২ ঘন্টা ভিজিয়ে আনুপাতিক হারে চাউলের কুঁড়া বা গমের ভূষির সাথে মিশিয়ে গোলাকার শক্ত বল তৈরী করতে হয়। এরপর তৈরী খাদ্য পুকুরের নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করতে হয়। পুকুরে সম্পূরক খাদ্য সরবরাহের পাশাপাশি দৈনিক নীচের তালিকা অনুযায়ী সার দিনঃ

সার	পরিমাণ/শতাংশ/ দিন
গোবর/	১৫০–২০০ গ্রাম/
হাঁস–মুরগীর বিষ্ঠা	৯০–১৫ ০ গ্রাম
ইউরিয়া	৩ গ্রাম –৫ গ্রাম
টি এস পি	১ গ্রাম –২ গ্রাম
এম পি	০.৫ গ্রাম –১ গ্রাম

উপরোক্ত সার একত্রে একটি পাত্রের মধ্যে তিনগুণ পানির সাথে ১২–১৫ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন। এরপর সার গোলানো পানি সকাল ৯–১০ ঘটিকার মধ্যে পুকুরে ছিটিয়ে দিন।

নিয়মিত পর্যবেক্ষণঃ

(১) মাছ যাতে চুরি না হয় সেজন্য ব্যবস্থা নিন।

(২) মাসে একবার জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নিন।

(৩) মাঝেমাঝে হড়রা টেনে পুকুরের তলায় জমে থাকা গ্যাস বের করে দিন।

(৪) নির্দিষ্ট সময় পরপর বিক্রয় যোগ্য (১কেজি ওজনের) মাছ ধরে ফেলুন। যে কয়টি মাছ ধরে ফেলবেন ততটি পোনা পুকুরে মজুদ করুন।

এক একর পুকুরে বার্ষিক উৎপাদন, আয় ও ব্যয়ের বিবরণঃ

ব্যয়ঃ

ব্যয়ের বিবরণ	পরিমাণ	মূল্য
১ পুকুর শুকানো/বিষ প্রয়োগ		১,০০০.০০ টাকা
২ চুন	১০০ কেজি	৬০০.০০ ,,
৩ জৈব সার	৮০০০ ,,	৪,০০০.০০ ,,
৪ ইউরিয়া	১৮০ ,,	১,৩৫০.০০ ,,
৫ টি এস পি	৯০ ,,	৬৭৫.০০ ,,
৬ এমপি	৩৮ ,,	২২৮.০০ ,,
৭ চাউলের কুড়া/গমের ভূষি	৮০০ ,,	৩,২০০.০০ ,,
৮ সরিষার খৈল	৮০০ ,,	৫,৬০০.০০ ,,
৯ মাছের পোনা	৩০০০ টি	২,৪০০.০০ ,,
১০ মাছ আহরণ/বাজারজাতকরণ		১,০০০.০০ ,,
১১ শ্রমিক ব্যয়		১,০০০.০০ ,,
১২ পুকুর ভাড়া		৬,০০০.০০
১৩ বিবিধ		৫০০.০০ ,,
		২৭,৫৫৩.০০ ,,
ব্যাংক সুদ ১০% হারে		২,৭৫৫.৩০ ,,

		৩০,৩০৮.৩০ টাকা
	অর্থাৎ	৩০,৩০৮.০০ টাকা

উৎপাদন= ২,০০০ কেজি

আয়= প্রতি কেজি ৪০/– হিসাবে ২০০০কেজি= ৮০,০০০/– টাকা

মুনাফা= ৮০,০০০.০০–৩০,৩০৮.০০= ৪৯,৬৯২/=

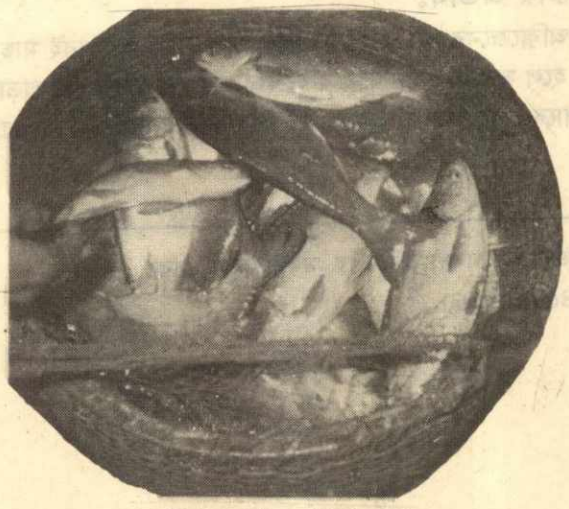

চিত্র ১ঃ রুই জাতীয় মাছ

পুকুরের কিছু সমস্যা ও প্রতিকারঃ

(১) মাছের খাবি খাওয়াঃ

সকালের দিকে বা দিনের অন্যান্য সময় যদি মাছ পানির উপর ভেসে খাবিখেতে থাকে তবে বুঝতে হবে পুকুরে অক্সিজেনের অভাব হয়েছে। এ অবস্থায় পুকুরে বাঁশ পিটিয়ে/হররা টেনে/সাঁতার কেটে পানিতে ঢেউ এর ব্যবস্থা করতে হবে। যদি ব্যবস্থা থাকে, তবে পুকুরের বাইরে থেকে পানি সরবরাহ করতে হবে। এ অবস্থায় পুকুরে কিছু দিনের জন্য সার ও খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।

(২) পানির উপর সবুজ স্তরঃ

পুকুরের পানির রং ঘন সবুজ হয়ে গেলে বা পানির উপর শেঁওলা স্তর পড়লে পুকুরে মাছের খাবার ও সার দেয়া বন্ধ রাখতে হবে। শেঁওলা জনিত কারণে মাছ খাবি খেতে থাকলে অতিরিক্ত শেঁওলা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ৩৩ শতাংশ পুকুরে ৪০০–৫০০ গ্রাম তুঁতে (কপার সালফেট) ছোট ছোট পোটলায় বেঁধে পানির উপর থেকে ১০–১৫ সেন্টিমিটার নীচে বাঁশের খুঁটিতে বেঁধে রাখতে হবে।

(৩) পানির উপর লাল স্তরঃ

পুকুরের পানির উপর লাল স্তর পড়লে তা তুলে ফেলার ব্যবস্থ করুন। ধানের খড়ের (বিচালী) দড়ি অথবা কলা গাছের পাতা পেচিয়ে পানির উপর দিয়ে ভাসমান অবস্থায় টেনে একজায়গায় তা জমা করতে হবে। তারপর কাপড় দিয়ে তা নিয়মিতভাবে তুলে ফেলতে হবে। পুকুরে এক পাশে জমে থাকা লাল স্তরের উপর ইউরিয়া ছিটিয়ে দিতে হবে।

(৪) পুকুরে পানির ঘোলাত্বঃ

পুকুরে ভাসমান পদার্থ বা ক্ষুদ্র বালির জন্য অত্যাধিক ঘোলায় মাছ চাষে বিঘ্ন ঘটলে ২০–৪০ কেজি/হেক্টর হারে এ্যালোমিনিয়াম সালফেট (ফিটকিরি) পানির সাথে মিশিয়ে পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

(৫) বৃষ্টির পর অক্সিজেনের অভাবঃ

কোন কোন সময় বৃষ্টির পর অক্সিজেনের অভাব হয়। এরূপ হলে বৃষ্টির পর পরই মাছ পানির উপরে খাবি খেতে থাকে। এ রকম অবস্থা হলে সম্পূরক খাদ্য কমিয়ে বা বন্ধ করে দিতে হবে। এ ছাড়া পুকুরে ২০০–৩০০ কেজি/হেক্টর চুন দেয়া যেতে পারে। পুকুরে পানি আন্দোলিত করে দিলেও ভাল ফল পাওয়া যায়।

সংকলনেঃ মোঃ মনিরুজ্জামান, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা
(সূত্রঃ বিজিডি/৮৭/০৪৫/৯২/২৮)

আফ্রিকান মাগুরের চাষ

এস, এন, চৌধুরী
উপ–পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর,
মৎস্য ভবন, ঢাকা

এ দেশে মাগুর জনপ্রিয় ও সুস্বাদু প্রজাতির মাছ হওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত এ মাছ ডোবা–নালা, খাল–বিল, হাওড়–বাওড় থেকে ধরেই খাওয়া বা বাজারজাত করা হচ্ছে। পুকুরে এ মাছের চাষ এখনও প্রসার লাভ করেনি। মাগুর এর পোনা প্রাকৃতিক উৎস থেকেও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না কিংবা কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমেও ব্যাপক আকারে উৎপাদিত হয় না। আমাদের দেশী মাগুরের ক্ষেত্রে এ সমস্ত অসুবিধা থাকার কারণেই বিদেশ থেকে আমদানী করা আফ্রিকান মাগুর দ্রুততার সাথে এদেশে প্রসার লাভ করতে শুরু করেছে। এ মাছ আফ্রিকান মাগুর নামে পরিচিত হলেও ১৯৮৯–র ডিসেম্বরে এ মাছের পোনা থাইল্যান্ড থেকে প্রথম এদেশে সরকারী পর্যয়ে আমদানী করা হয়। আফ্রিকান মাগুরের গুণাবলী নিম্নরূপঃ

(১) অত্যন্ত দ্রুত বর্ধনশীল মাছ, (২) স্বল্প জায়গায় অধিকসংখ্যক মাছ চাষ করা যায়, (৩) ঈষৎ বিরূপ পরিবেশের পানিতেও এ মাছ বাঁচতে পারে, (৪) এ মাছ বেশ শক্ত প্রকৃতির, (৫) এ মাছের কৃত্রিম প্রজনন করা বেশ সহজ, (৬) তিন মাসের মধ্যেই এ মাছ খাবারযোগ্য আকারের হয়, (৭) ছোট ডোবা–পুকুর যেখানে অল্পদিন পানি থাকে সেখানে অতি সহজেই এ মাছ চাষ করা যায়, (৮) প্রায় সারা বছরই এর পোনা পাওয়া সম্ভব।

এ মাছ সনাতন পদ্ধতি থেকে অত্যন্ত নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ করা যেতে পারে। তবে এখানে সাধারণ মাছ চাষীদের জন্য সহজসাধ্য লাগসই পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। এ মাছের চাষ পদ্ধতির উপর এখনও পরীক্ষা–নিরীক্ষা চলছে। তবে নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতিতে চাষ করেও ভাল ফল পাওয়া গেছে।

পুকুর নির্বাচনঃ

এ মাছ সাধারণতঃ ছোট আকারের পুকুরে চাষ করা সহজ। ৪/৫ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ আকারের পুকুর হলেই ভাল হয়। কোন পুকুরে ১ মিটার (৩–৪ ফুট) গভীরতায় ৩/৪ মাস পানি থাকলেই সেখানে এ মাছের একটি ফসল (Crop) উঠানো সম্ভব। এমনকি বাসা–বাড়ী সংলগ্ন সিমেন্টের ট্যাংক ও ডোবাতেও এর চাষ করা যেতে পারে। এ মাছের চাষের জন্য পুকুরের গভীরতা ১–১.৫ মিটার (৪–৫ফুট) হলেই সবচেয়ে ভাল। পুকুরের পাড় উচু এবং ঢালু কম হওয়া ভাল, এতে একটু বেশী বৃষ্টি হলে মাছ উঠে যেতে পারবেনা। পুকুরের পাড় ২/১ ফুট উচু করে ঘিরে দিতে পারলে ভাল হয়।

পুকুর প্রস্তুতিঃ

পুকুর থেকে রাক্ষুসে মাছ সরিয়ে ফেলতে বা রোটেনন প্রয়োগ করে নিধন করতে হবে। যথারীতি পুকুরের পাড়ের কিংবা পানির ভিতরের আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। পানি থাকা অবস্থায় পুকুরে প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা হয়। চুন প্রয়োগের ২/৩ দিন পরে প্রতি শতাংশে ৭ কেজি হারে গোবর অথবা ৩ কেজি হারে মুরগির বিষ্ঠা সারা পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হয়। এ সার প্রয়োগের ৫/৬ দিন পরে পোনা মজুদ করা হয়ে থাকে। পোনা মজুদের পূর্বে পানিতে রোটেননের বিষক্রিয়া আছে কিনা তা দেখে নেয়া প্রয়োজন।

পোনা মজুদঃ

দেশে বর্তমানে টংগী, যশোর, নাটোর, ফরিদপুর, জাংগালিয়া প্রভৃতি সরকারী খামার ছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারী খামারেও পোনা উৎপন্ন হচ্ছে। সাধারণতঃ দেড় থেকে দুই ইঞ্চি আকারের পোনা পুকুরে ছাড়লেই চলে। পোনা ছাড়ার সময় একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সমস্ত পোনা যেন একই আকারের হয়। আকারের তারতম্য বেশী হলে বড় আকারের পোনাগুলো ছোট আকারের পোনা খেয়ে ফেলতে পারে। ফলে উৎপাদন ব্যাপক হারে কমে যাবে। সাধারণ ব্যবস্থাপনায় প্রতি শতাংশে ১০০–১২৫টি পোনা মজুদ করা যায়।

নিয়মিত সার প্রয়োগঃ

মজুদের পরদিন থেকে প্রতিদিন প্রতি শতাংশে ১০০–১৫০ গ্রাম হারে মুরগির বিষ্ঠা বা ২০০–৩০০ গ্রাম হারে গোবর প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। আবহাওয়া মেঘলা থাকলে এর প্রয়োগ মাত্রা কিছুটা কম করতে হয় বা বন্ধ রাখতে হয়।

সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগঃ

সম্পূরক খাদ্য মাগুরের জন্য অপরিহার্য। পোনা মজুদের দিন থেকেই পুকুরে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। মাগুর মাছের জন্য খাদ্যে অন্ততঃ ৩৫–৪০% প্রাণীজ আমিষ থাকা প্রয়োজন। এ আমিষ কসাইখানা থেকে সংগৃহীত গবাদি পশুর রক্ত ও নাড়িভূঁড়ি, হোটেলে বা পরিবারে জবাই করা হাঁস–মুরগির রক্ত ও নাড়িভূঁড়ি, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি থেকে পাওয়া যেতে পারে। এ গুলো যেখানে সেখানে ফেলে পরিবেশ দূষিত না করে মাছকে খাইয়ে আমিষের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব।

নিম্নলিখিত উপাদান সমূহ একত্রে মিশ্রিত করে সম্পূরক খাদ্য তৈরী করা হয়ঃ

উপাদান	মিশ্রনের হার
গবাদি পশুর রক্ত ও অন্যান্য প্রাণীজ আমিষ	৪০%
গমের ভূষি	২০%
চালের কুঁড়া	১৫%
তিল/সরিষার খৈল	২৫%

বড় বড় শহরের পাশে যেখানে যথেষ্ট পরিমাণে গবাদি পশুর রক্ত ও নাড়িভূঁড়ি পাবার সুবিধা আছে সেখানে এ মাছের চাষ করা সহজ। তবে গ্রাম–গঞ্জের পুকুরে এ মাছের জন্য বর্ষা মৌসুমে শামুক, গুগলি, ঝিনুক ইত্যাদি আমিষের উৎস্য হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। রান্না ঘরের উচ্ছিষ্ট খাবার জমিয়ে রেখে এদেরকে দেয়া যায়। এমনকি কোন পশু পাখির মৃত দেহ ফেলে না দিয়ে টুকরা টুকরা করে এদেরকে খেতে দিলে একদিকে যেমন পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তেমনি অন্যদিকে কম খরচে মাছ উৎপন্ন করা যায়। উপকূলীয় এলাকায় মাছ ধরা ট্রলার বা নৌকা থেকে ফেলে দেয়া অবাঞ্ছিত সামুদ্রিক মাছ ও অন্যান্য প্রাণী এ মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কারখানায় স্বল্পমূল্যে প্রস্তুতকৃত সুষম খাদ্য বাজারে পাওয়া গেলে পুকুরে এ মাছ চাষ করা সহজ হবে।

ইদানীং কয়েকটি বেসরকারী কোম্পানী সুষম সম্পূরক খাদ্য উৎপাদন করছে। এ খাদ্যের সাহায্যে গ্রামে গঞ্জেও এ মাছ চাষ করা সহজতর হবে। খামারে তৈরী সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের সম্ভাব্য হার নিম্নে দেয়া হলোঃ

১ম	১০	দিন	পুকুরে	মজুদ	মাছের	১০%	হারে	প্রতিদিন	৬	কেজি
২য়	১০	,,	,,	,,	,,	৮%	,,	,,	৯	,,
৩য়	১০	,,	,,	,,	,,	৬%	,,	,,	১০	,,
৪র্থ	১০	,,	,,	,,	,,	৫%	,,	,,	১১	,,
৫ম	১০	,,	,,	,,	,,	৪%	,,	,,	১২	,,
৬ষ্ঠ	১০	,,	,,	,,	,,	৪%	,,	,,	১৩	,,
৭ম	১০	,,	,,	,,	,,	৩%	,,	,,	১৪	,,
৮ম	১০	,,	,,	,,	,,	৩%	,,	,,	১১	,,
৯ম	১০	,,	,,	,,	,,	৩%	,,	,,	১১	,,
১০তম	১০	,,	,,	,,	,,	৩%	,,	,,	১১	,,
১১তম	১০	,,	,,	,,	,,	৩%	,,	,,	১১	,,
১২তম	১০	,,	,,	,,	,,	৩%	,,	,,	১১	,,

একটি মাছের ওজন প্রায় ৮০ গ্রাম হলে উক্ত খাবারের সংগে মুরগি বা গবাদি পশুর নাড়ি ভুঁড়ি টুকরো করে কেটে খেতে দেয়া যেতে পারে। তবে এমন পরিমাণ খাবার পুকুরে দিতে হবে যেন কোন খাদ্য পরিত্যক্ত না থাকে, খাবার অতিরিক্ত হলে পানি নষ্ট হবে এবং খাবার বাবদ অযথা খরচ বেশী পড়বে। সুতরাং খাদ্য পুকুরে পরিত্যক্ত থাকলো কিনা তা পরীক্ষা করেই পরিমাণ নির্ধারণ করা উচিৎ। দৈনিক সম্পূরক খাদ্যের অর্ধেক সকালে, বাকী অর্ধেক বিকেলে প্রয়োগ করতে হবে। খাবার এক জায়গায় না দিয়ে একাধিক জায়গায় দিতে হবে যাতে সব মাছ ঐ খাবার খেতে পারে। প্রতি সপ্তাহে ঝাঁকি জাল দিয়ে কিছু মাছ ধরে গড় ওজন নির্ণয় করে খাবারের পরিমাণ নির্ধারন করতে হয়। অনেক সময় অতিরিক্ত খাবার গ্রহণের ফলে মাছ মারা যেতে পারে।

মাছ আহরণঃ

সাধারণতঃ ১০০–১২০ দিনের চাষে প্রতিটি মাছের গড় ওজন প্রায় ৩০০–৫০০ গ্রাম হতে পারে। তবে ৬০–৭০ দিন পর থেকে প্রতি সপ্তাহে যে মাছের ওজন ৩০০ গ্রাম এর বেশি হবে সেগুলো বিক্রি করে দেয়াই ভাল। বাজারে এ আকারের মাছের চাহিদা অনেক। তাছাড়া এ আকারের মাছের উৎপাদন ব্যয়ও কম পড়ে। এ পদ্ধতিতে চাষ করলে বছরে একই পুকুরে অন্ততঃ ৩ বার এ মাছের চাষ করা যায়। প্রতিবারের চাষে সম্পূর্ণ মাছ পানি শুকিয়ে ধরে নিতে হবে।

উৎপাদনঃ

এক বিঘা পুকুরে বর্ণিত পদ্ধতিতে চাষ করলে একবারের চাষে (৩–৪ মাসে) প্রায় ৮০০–১০০০ কেজি মাছ উৎপাদন হতে পারে। অর্থাৎ এক বিঘা পুকুরে ৩/৪ মাসে ২৫,০০০/– টাকা ব্যয় করে ৫৫–৬০,০০০/– টাকা আয় করা যায়।

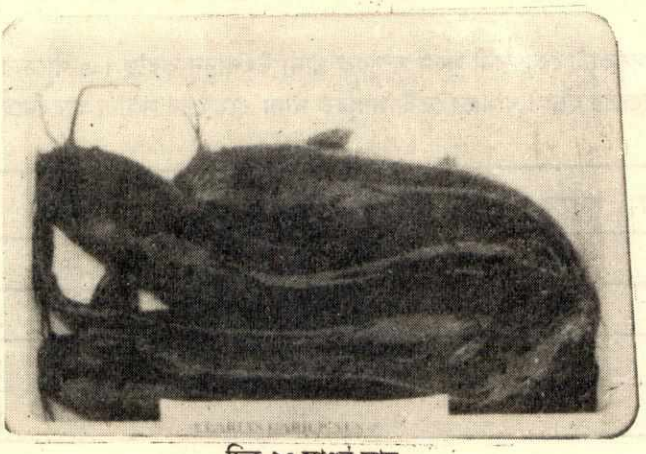

চিত্র ২ঃ মাগুর মাছ

সাবধানতাঃ

এ প্রজাতির মাছ এ দেশে নতুন আনা হয়েছে। সুতরাং দেশী প্রজাতির ওপর এর কি প্রভাব পড়বে তার পরীক্ষা–নিরীক্ষা এখনও সম্পন্ন হয়নি। তাই এ মাছ বদ্ধ জলাশয় ব্যতীত কোনক্রমেই মুক্তজলাশয়ে চাষ করা রা অবমুক্ত করা উচিৎ হবে না। এ ব্যাপারে মৎস্য চাষীদেরকে অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে।

মাগুর চাষের আয়—ব্যয়ের খতিয়ান ঃ (এক বিঘা)

পুকুর ভাড়া		৮০০/=	(২৪০০/= প্রতি বছর)
পুকুর প্রস্তুতিঃ			
পানি নিঃষ্কাশন		—	
ঔষধ প্রয়োগ		৩৫০/=	
চুন প্রয়োগ	৩৩ কেজি	১৬৫/=	
সার প্রয়োগ	২৫০ কেজি	১৪০/=	
পোনা মজুদ	৩৫০০ টি	৫২৫০/=	
সার প্রয়োগ		১০০/=	
সম্পূরক খাদ্য	১৫০০ কেজি	১৫০০০/=	
জালটানা		৫০০/=	
ঔষধ পত্র		১০০/=	
পানি নিঃষ্কাশন (সম্পূর্ণ মাছ ধরার জন্য)		৪০০/=	
বিবিধ		২০০/=	
মোট ব্যয়		২৩০০৫/=	
ব্যাংক সুদের হার ১০%		২৩০০/=	
মোট		২৫৩০৫/=	
উৎপাদন ১০০০ কেজি	দর ৫৫/=	৫৫০০০/=	(আয়)

লাভ= ৫৫০০০/– –২৫৩০৫/– = ২৯৬৯৫/– টাকা

গলদা চিংড়ির চাষ

স্বাদু পানিতে গলদা চিংড়ি চাষ হয়। এই চিংড়ি দ্রুত বর্ধনশীল। পুকুরে রুই, কাতলা মাছের সঙ্গেও গলদা চিংড়ি চাষ করা যায়।। চিংড়ি সাধারণতঃ পুকুরের তলায় যে সব খাদ্য পাওয়া যায় তাই খেয়ে থাকে। সুতরাং রুই, কাতলার সঙ্গে চিংড়ি চাষ করা যায়। এ'সব মাছ পুকুরে অতিরিক্ত প্লাঙ্কটন জন্মিলে তা খেয়ে পুকুরে পানি পরিষ্কার রাখবে। চিংড়ি চাষের পুকুরে অধিক অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় বলে মাঝে মাঝে পুকুরের পানি পরিবর্তন করতে হয়। তাই সাধারণতঃ যেখানে নদী, খাল বিল, ঝর্ণা, গভীর বা অগভীর নলকূপ হতে সহজে প্রয়োজনীয় পানি দেয়া যায় এরকম স্থানে পুকুর তৈরী করা উত্তম। এটেল মাটি ও দোঁ–আশ মাটিতে পুকুর তৈরী করা সুবিধাজনক। কারণ এ ধরনের মাটির পাড় বা বাঁধ শক্ত ও মজবুত হয় এবং পানি চুঁইয়ে যেতে পারে না। পুরাতন পুকুরে চিংড়ি চাষ করতে হলে পুকুরের আবর্জনা, ময়লা, কচুরীপানা, কলমী লতা, হেলেঞ্চা, ঝোপ–ঝাড় পরিষ্কার করতে হবে। পুকুর পাড় গাছ পালা এবং আগাছামুক্ত হলে পর্য্যাপ্ত সূর্যের আলো ও বাতাস চলাচল করতে পারবে। সূর্যের আলো ও বাতাস উভয়ই অতিপ্রয়োজন। গলদা চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে পুকুরের গভীরতা সাধারণতঃ ১–১.৫ মিটার (৩–৪ ফুট) হওয়া বাঞ্ছনীয়। পুকুর পাড় এমনভাবে উঁচু করতে হবে যাতে পানি গড়িয়ে পুকুরে না আসতে পারে। কারণ বৃষ্টির পানি গড়িয়ে আসলে পুকুরের পানি ঘোলা হয়ে পানির ভিতরে সুর্যের আলো প্রবেশ করতে বাধা দেয়, ফলে পুকুরে প্রাকৃতিক খাবার তৈরী হবে না। যে কোন আকারের (সর্বনিম্ন ১০শতাংশ) পুকুরে চিংড়ি চাষ করা যায়। তবে ব্যবস্থাপনার সুবিধার জন্য আয়তাকার পুকুরে চিংড়ি চাষ করা উত্তম।

পুকুর প্রস্তুতিঃ

(ক) চাষের শুরুতেই পুকুর তৈরী করে নিতে হয়। পুকুর তৈরী করতে হলে প্রথমেই পুকুর শুকিয়ে ফেলতে হবে। পুকুর শুকালে রাক্ষুসে মাছ দুর হবে। তাছাড়া পুকুরের তলদেশে জমে থাকা ক্ষতিকর বিষাক্ত গ্যাস বের হয়ে যাবে। পুকুর শুকালে পুকুরের তলদেশে সূর্যের আলো পরবে। পুকুর শুকানো না গেলে প্রতি ঘন মিটার পানিতে ৩ গ্রাম হারে রোটেনন পাউডার পানিতে গুলিয়ে উহা সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। রোটেনন ব্যবহারের পূর্বে পানি কমিয়ে নিলে রোটেননের পরিমাণও আনুপাতিক হারে কম লাগবে।

(খ) মাটির প্রকার ভেদে চুন প্রয়োগের মাত্রা কম বেশী হয়। নতুন পুকুর বা অম্লীয় মাটিযুক্ত (লাল মাটি) পুকুরে চুনের মাত্রা বেশী প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ পুকুরে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে পাথুড়ে চুন পানিতে গুলে ছিটিয়ে দিতে হয়।

(গ) পুকুরে চুন দেয়ার ৬–৭ দিন পর শতাংশ প্রতি ৫–৭ কেজি পঁচানো গোবর বা ৩–৪ কেজি মুরগীর বিষ্ঠা, ১০০–১৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০–৭৫ গ্রাম টিএসপি এবং ২০ গ্রাম এমপি সরবরাহ করতে হয়। পুকুরে সার দেয়ার পর অল্প পরিমাণ পানি সরবরাহ করলে তাতে সার পঁচে ক্ষতিকর গ্যাস বের হয়ে যাবে এবং মাছের খাদ্য তৈরীতে প্রয়োজনীয় উপাদান পানিতে বের হয়ে আসবে। এভাবে সার পঁচানোর পর পানির গভীরতা বাড়িয়ে ১–১.৫ মিটার (৩–৪ ফুট) করা যেতে পারে।

(ঘ) পুকুরে সার দেয়ার ৭–৮ দিন পর চিংড়ির পোনা মজুদ করতে হবে। পুকুরের মাটির উর্বরতা, পানির গুনাগুণ, সম্পুরক খাদ্য ও পুকুর ব্যবস্থাপনার সুযোগ সুবিধার উপর পোনা মজুদের হার নির্ভরশীল। পুকুরে এককভাবে গলদা চিংড়ির চাষে সাধারণতঃএকরে ৭,০০০–১০,০০০ টি পোনা ছাড়া যাবে। যে সমস্ত পুকুরে উত্তম পানি ব্যবস্থাপনা সুযোগসহ উন্নতমানের খাবার ব্যবহার করা হবে সেখানে আরও অধিক হারে চিংড়ির পোনা মজুদ করা যাবে।

মজুদ উত্তর করনীয়ঃ

সম্পূরক খাবার সরবরাহঃ

চাষের জন্য পুকুরে যে কম্পোষ্ট ও সার প্রয়োগ করা হয় তা থেকে উৎপন্ন খাবার মাছের মত চিংড়িও খেয়ে থাকে। তবে এদের বৃদ্ধির জন্য আলাদাভাবে তৈরী খাবার দিলে খুবই সুফল পাওয়া যায়। নিম্ন লিখিত উপাদান দিয়ে চিংড়ির সুষম সম্পূরক খাদ্য তৈরী করা যায়ঃ–

উপাদান	ব্যবহারের শতকরা হার	১কেজি খাবার তৈরীর জন্য যে পরিমাণ প্রয়োজন হয়
১। চাউলের কুঁড়া/ গমের ভুষি	৪০–৬০%	৪০০–৬০০ গ্রাম
২। খৈল (সরিষা/সয়াবিন/তিল/তিষি)	১০–২০%	১০০–২০০ গ্রাম
৩। ফিস মিল	২০–৩০%	২০০–৩০০ গ্রাম
৪। সামুক–ঝিনুকের খোলসের গুড়া	৯.৫%	৯৫ গ্রাম
৫। লবন	০.২৫%	২.৫ গ্রাম
৬। ভিটামিন মিশ্রন	০.২৫%	২.৫গ্রাম

খাদ্য ব্যবহারের পরিমাণঃ

পুকুরে মজুদকৃত চিংড়িকে দৈনিক ২বার (সূর্যোদয়ের পর ও সূর্যাস্তের পূর্বে) তাদের ওজনের শতকরা ৩–৫ ভাগ হারে খাবার দেয়াই যথেষ্ট। চিংড়ি বৃদ্ধির হার অনুযায়ী এদের জন্য পুকুরে যে পরিমাণ খাবার প্রয়োজন তা নিম্নে দেয়া হলঃ–

পোনার বয়স	প্রতি ১০০০ পোনার জন্য প্রতিদিন দেয় খ্যাদ্যের পরিমাণ
১–৩০ দিন	১৫ গ্রাম
৩১–৬০ ,,	৭৫ ,,
৬১–৯০ ,,	১৫০ ,,
৯১–১২০ ,,	৪০০ ,,
১২১–১৫০ ,,	১ কেজি
১৫১–১৮০ ,,	২ ,,
১৮১–২১০ ,,	২.৫–৩.০ ,,

সার ব্যবহারঃ

পুকুরে সম্পূরক খাদ্য সরবরাহের পাশাপাশি সার দেয়া প্রয়োজন। রুই জাতীয় মাছ চাষের ন্যায় একই নিয়মে পুকুরে সার ব্যবহার করতে হয়। একর প্রতি বছরে ১০০–১৫০ কেজি ইউরিয়া, ৫০–৭০ কেজি টি এস পি এবং ৩০০০–৪০০০ কেজি গোবর ব্যবহার করতে হয়। এসব সার মাসিক ভাগ করে কিস্তিতে দুই সপ্তাহ পরপর পুকুরে সরবরাহ করতে হয়। শীত কালে সার দেয়ার প্রয়োজন নেই। পুকুরে সার প্রয়োগের মাত্রা মাটির উর্বরতা শক্তি, পুকুরের জৈব অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। কাজেই সার ব্যবহারের হার অবস্থাভেদে পরিবর্তনশীল। পুকুরে অতিরিক্ত প্লাঙ্কটন জন্মিলে সার ও খাবার সরবরাহ বন্ধ রাখতে হবে।

চিংড়ি খোলস পাল্টানোর সময় অন্য কোন প্রাণী কতৃক আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য পুকুরে কিছু পাতা বিহীন ডাল পালা এবং বাঁশ পুঁতে দেয়া প্রয়োজন। এতে চিংড়ি আশ্রয় নিতে পারবে।

চিংড়ি ধরা ও বাজারজাতকরণঃ

চিংড়ি ৬–৭ মাসের মধ্যে বাজারজাতকরণের উপযুক্ত হয়। এ সময় ১৫–২০ টিতে ১ কেজি ওজনের হলে চিংড়ি ধরে বাজারজাত করা যায়। বড় ফাঁস জাল ব্যবহার করে শুধুমাত্র বড় আকৃতির চিংড়ি ধরে ফেলতে হয়। ছোটগুলিকে কিছু দিন রেখে বাজারজাত করার উপযুক্ত হলে পুকুর শুকিয়ে সকল চিংড়ি ধরে ফেলতে হয়।

চিত্র ৩ঃ গলদা চিংড়ি

এক একর পুকুরে চিংড়ি চাষের ব্যয় ও আয়ের বিবরণঃ

চাষে ব্যয় ও আয়ের বিবরণ	পরিমাণ	ব্যয়	
(১) পুকুর সংস্কার/মেরামত		১০০০.০০	টাকা
(২) পানি নিস্কাশন/আহরণ		১৫০০.০০	,,
(৩) চূন	১০০ কেজি	৬০০.০০	,,
(৪) ইউরিয়া	১৫০ কেজি	১০৫০.০০	,,
(৫) টি এস পি	৭৫ কেজি	৬০০.০০	,,
(৬) গোবর/কম্পোষ্ট/জৈব সার	৪০০০ কেজি	২০০০.০০	,,
(৭) চাউলের কুড়া/গমের ভূষি	৬০০ কেজি	২৪০০.০০	,,
(৮) সরিষার খৈল	২৪০কেজি	১৬৮০.০০	,,
(৯) ফিস মিল	২৪০ কেজি	৫২৮০.০০	,,
(১০) শামুক ঝিনুকের খোলকের গুড়া	১১৪ কেজি	৬৮৪.০০	,,
(১১) লবন	৩ কেজি	৩০.০০	,,
(১২) ভিটামিন মিশ্রন	৩ কেজি	১৫০০.০০	,,
(১৩) গলদা চিংড়ির পোনার মূল্য	৭০০০ টি	৭০০০.০০	,,
(১৪) শ্রমিক		১০০০.০০	,,
(১৫) পুকুর লীজ		৫০০০.০০	,,
(১৬) আহরণ/বিবিধ		৮০০.০০	,,
		৩২১২৪.০০	,,
ব্যাংক সুদ ১০% হারে		৩২১২.৪০	,,
সর্বমোট ব্যয়		৩৫৩৩৬.৪০	,,
		অর্থাৎ– ৩৫৩০০.০০	টাকা

উৎপাদন ও আয়

উৎপাদন= ৭০০ কেজি
আয়= ১৪০/– টাকা হিসাবে ৭০০ কেজির মূল্য= ৯৮০০০/– টাকা
মুনাফা= ৯৮০০০–৩৫৩০০.০০=৬২৭০০.০০ টাকা।

(সংকলিত)

(সূত্রঃ (ক) সংক্ষেপে গলদা চিংড়ি চাষের নিয়ম– ডঃ মাহমুদ–উল–আমীন,
(খ) পুকুরে গলদা চাষ –খন্দকার শফিকুল ইসলাম)

ট্রিকল ডাউন পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ

গ্রামীণ আত্ম–কর্ম সংস্থান সৃষ্টিতে মৎস্য সেক্টরের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। দেশে প্রায় ১৩ লক্ষ পুকুর আছে। এসব পুকুরের আয়তন প্রায় ১.৪৭লক্ষ হেক্টর। তাছাড়াও মাছ চাষ উপযোগী হাওড়, বাওড়, বিল ইত্যাদি জলাশয়ও কম নয়। এ সব মূল্যবান সম্পদ থেকে আশানুরূপ উৎপাদন এখনো পাওয়া যায় নি। এর অন্যতম কারণ হল মাছ চাষে আমাদের অভিজ্ঞতার অভাব। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে হেক্টরে প্রায় ৬–৭ টন রুই জাতীয় মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের দেশেও উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে অনুরূপ উৎপাদন করা সম্ভব। মৎস্য চাষের বিকাশ ঘটাতে হলে প্রযুক্তি সম্প্রসারণের বিকল্প নেই। তাই মৎস্য চাষ সম্প্রসারন কার্যক্রমের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নিম্নে মৎস্য সম্প্রসারণের ট্রিকল ডাউন পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

মৎস্য সম্প্রসারনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তন্মধ্যে ট্রিকল ডাউন পদ্ধতি নানাবিধ কারণে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এ পদ্ধতিতে একক বা দলগত অংশ গ্রহনের মাধ্যমে মৎস্য চাষ সম্প্রসারন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। একজন সম্প্রসারণ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে মৎস্য চাষী নিজের পুকুরে ব্যক্তিগত অর্থ ব্যয়ে মৎস্য চাষ করে থাকেন। সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মৎস্য চাষের নিয়ম–কানুন চাষীকে হাতে–কলমে শিখিয়ে দেন। এ চাষীই হল ফলাফল প্রদর্শক মৎস্য চাষী। তার মাছ চাষের সফলতা দেখে অন্যান্য মৎস্য চাষী মাছ চাষে এগিয়ে আসেন। এরা হবেন সহযোগী মৎস্য চাষী। ফলাফল প্রদর্শক সহযোগী মৎস্য চাষীকে তার অভিজ্ঞতা ও মাছ চাষের নিয়ম শিখাবেন। পরবর্তীতে সহযোগী মৎস্য চাষী এক এক জন ফলাফল প্রদর্শক হবেন। এভাবেই মৎস্য চাষ একজন থেকে বহু জনের মধ্যে সম্প্রসারিত হবে।

১. (ক) ফলাফল প্রদর্শক নির্বাচনঃ

এ পদ্ধতির সফলতা নির্ভর করে ফলাফল প্রদর্শক মৎস্য চাষীর উপর। কাজেই মৎস্য চাষী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অতি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। তাছাড়া সম্প্রসারণ কর্মীর প্রদর্শনী মৎস্য খামারটি নিবিড় পর্যাবেক্ষনে রাখতে হবে। থানা পর্যায়ে জনশক্তি ও যানবাহনের প্রাপ্যতার উপর ভিত্তি করে মৎস্য চাষীর সংখ্যা নির্বাচন করতে হবে। তবে সামাজের সকল স্তরের প্রতিনিধিত্বশীল মৎস্য চাষী নির্বাচন করা উচিত। যে সকল চাষীর মৎস্য চাষ সম্পর্কে জানার আগ্রহ আছে, উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণে উৎসাহী, সৃজনশীল ও লব্ধজ্ঞান দ্বারা সহকর্মীদের সহায়তার মানসিকতা সম্পন্ন এরূপ ব্যক্তিকে নির্বাচন করা উচিত। এ পদ্ধতিতে মাছ চাষের সকল ব্যয় চাষীর নিজের বহন করতে হয়। তাই ফলাফল প্রদর্শক মৎস্য চাষী নির্বাচনের পূর্বেই পদ্ধতির উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে এ পদ্ধতিতে কোন প্রকার আর্থিক ও উপকরণ সরবরাহ করা হবে না বলে জানিয়ে দিতে হবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা আগ্রহী মৎস্য চাষীদেরকে মৎস্য কর্মকর্তার নিকট নাম রেজিষ্ট্রেশন করার জন্য আবেদন করার অনুরোধ করতে হবে। ক্ষেত্র বিশেষে মৎস্য চাষীর নিকট ব্যাক্তিগত যোগাযোগ করে আমন্ত্রণ করা যেতে পারে। এভাবে তালিকা প্রাপ্তির পর সকল মৎস্য চাষীকে একটি সভায় আমন্ত্রণ জানাতে হবে। উক্ত সভায় মৎস্য চাষীদের সম্মতিক্রমে ফলাফল প্রদর্শক চাষী নির্বাচন চূড়ান্ত করতে

হবে। ফলাফল প্রদর্শনী পুকুর ও চাষী নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য এলাকা ভিত্তিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাভেদে এ বৈশিষ্ট পরিবর্তনশীল। তবে সাধারণ বৈশিষ্টগুলি নিম্নে দেওয়া হলঃ

(১) পুকুরের মালিকানা চাষীর নিজের হতে হবে।
(২) পুকুরটি মাছ চাষের উপযুক্ত হতে হবে।
(৩) পুকুরটি ইজারা গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা দীর্ঘ মেয়াদী হলে ভাল।
(৪) সমাজের সর্বস্তর থেকে আনুপাতিক হারে চাষী নির্বাচন করতে হবে।
(৫) উপযুক্ত মহিলা মৎস্য চাষী নির্বাচন করতে হবে।
(৬) শিক্ষিত, লিখতে পড়তে পারেন এমন চাষীদের প্রধান্য দিতে হবে।
(৭) উদ্দ্যোগী ও সৃজনশীল কৃষক হতে হবে।
(৮) নিজ খরচে মৎস্য চাষের ব্যয় নির্বাহে সক্ষম মৎস্য চাষী হতে হবে।
(৯) স্কুল শিক্ষক, মসজিদের ইমাম ও বেকার যুবকদের অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।
(১০) চাষীকে মৎস্য কর্মকর্তার মাছ চাষের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

(খ) প্রর্দশনী পুকুর নির্বাচনঃ

(১) পুকুরটি মাছ চাষের উপযোগী হতে হবে।
(২) পুকুর বন্যা মুক্ত হতে হবে।
(৩) পুকুরটি ফলাফল প্রদর্শক চাষীর বাড়ীর নিকটবর্তী হওয়া ভাল।
(৪) পুকুরের সাথে ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে।
(৫) পুকুরে সারা বছর পানি থাকতে হবে। ৮ মাস পানি থাকে এমন পুকুরও নির্বাচন করা যায়।
(৬) পুকুরটি লোক চলাচলের মত রাস্তা বা হাটবাজার কিংবা স্কুলের পার্শ্বে হলে ভাল হয়।

(গ) ফলাফল প্রদর্শক মৎস্য চাষীর দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

(১) মৎস্য কর্মকর্তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।
(২) নিজ এলাকা থেকে সহযোগী মৎস্য চাষী নির্বাচন করতে হবে
(৩) সহযোগী মৎস্য চাষীদের মাছ চাষের কলা কৌশল শিখাতে হবে।
(৪) মৎস্য চাষের নতুন কলাকৌশল সম্প্রসারণে সহযোগী মৎস্য চাষীকে সহায়তা করতে হবে।
(৫) সহযোগী মৎস্য চাষীর পুকুর নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে।
(৬) মাছ চাষের সমস্যাবলী লিপিবদ্ধ করে সমাধানের জন্য মৎস্য কর্মকর্তাকে জানাতে হবে।
(৭) মৎস্য অধিদপ্তরের সেচ্ছা সেবী সম্প্রসারণ কর্মী হিসাবে দায়িত্ব পালনে আগ্রহী হতে হবে।

২. (ক) সহযোগী মৎস্য চাষী ও তার পুকুর নির্বাচনঃ

ফলাফল প্রদর্শক তাঁর নিকটবর্তী এলাকা থেকে সম্ভাব্য তালিকা প্রনয়ন করে মৎস্য কর্মকর্তার নিকট প্রদান করবেন। মৎস্য কর্মকর্তা তালিকায় বর্ণিত সহযোগী মৎস্য চাষীর পুকুর পরিদর্শন করে চূড়ান্ত নির্বাচন সম্পন্ন করবেন।

(খ) সহযোগী মৎস্য চাষীর বৈশিষ্টঃ

(১) সৃজনশীল ও আগ্রহী মৎস্য চাষী হতে হবে।

(২) ফলাফল প্রদর্শক চাষীর সান্নিধ্যে কাজ করতে আগ্রহী হতে হবে।

(৩) নিজস্ব পুকুর মালিকানা অথবা পুকুরের ইজারা গ্রহীতা হলে ইজারার মেয়াদ দীর্ঘ মেয়াদী হলে ভাল।

(৪) মৎস্য চাষের উপকরনাদী ক্রয় করতে সক্ষম হতে হবে।

(গ) সহযোগী মৎষ্য চাষীর দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

১। ফলাফল প্রদর্শক চাষীর ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে কাজ করবেন।

২। ফলাফল প্রদর্শক চাষীর উপদেশ মত কাজ করবেন।

৩। প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যোগ দিবেন।

(৩) বেঞ্চ মার্ক সার্ভে

ফলাফল প্রদর্শক ও তার সহযোগী মৎস্য চাষী এবং প্রর্দশনী পুকুর নির্বাচনের পর প্রত্যেক চাষীর পূর্ব বৎসরে পুকুরে উৎপাদন, আয় ও ব্যয়ের জরীপ পরিচালনা করতে হবে। চাষীর সামাজিক অবস্থান জানার জন্য তাঁর আর্থ–সামাজিক অবস্থা ও পারিবারিক আয়–ব্যয় ইত্যাদি বিষয়াবলীও জরীপের অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে।

(৪) কর্ম সূচী প্রণয়নঃ

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য পূর্ব পরিকল্পনা একান্ত আবশ্যক। পরিকল্পনা থাকলে মৎস্য চাষী প্রয়োজনীয় উপকরণ ও ব্যয়ের একটি ধারণা লাভ করবেন। তাছাড়া মৎস্য কর্মকর্তার জন্যও প্রর্দশনী পুকুর তদারকী করা সহজতর হবে। মাছ চাষ শুরু করার পূর্বে মৎস্য কর্মকর্তা সুবিধামত একটি সময়ে সকল ফলাফল প্রর্দশক মৎস্য চাষীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রত্যক পুকুরের উৎপাদন পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ সিডিউলসহ সারা বছরের একটি কর্ম পরিকল্পনা চূড়ান্ত করবেন।

(৫) প্রশিক্ষণঃ

এ পদ্ধতিতে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের উপর প্রধান্য দেয়া হয়েছে। কাজেই মাছ চাষের প্রত্যেক ধাপ (যেমন– পুকুর প্রস্তুতি, পোনা মজুদ, সার ও খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদি) প্রদর্শনী পুকুর পাড়ে মৎস্য কর্মকর্তা সম্পন্ন করবেন। ফলাফল প্রদর্শক মৎস্য চাষী অনুরূপভাবে তার সহযোগী মৎস্য চাষীকে মাছ চাষের প্রত্যেক ধাপ সম্পর্কে হাতে কলমে শিক্ষা দিবেন। সকল চাষী–উপকরণ, আয়–ব্যয়ের দৈনিক হিসাব একটি খাতায় লিখে রাখবেন। হিসাব রাখার সুবিধার জন্য মৎস্য কর্মকর্তা প্রয়োজনে ছক তৈরী করে হিসাব রাখার নিয়ম শিখিয়ে দিবেন। প্রত্যক মাসে অন্ততঃ একবার মৎস্য কর্মকর্তা ফলাফল প্রদর্শক চাষীর পুকুর পরিদর্শন করে চাষের অগ্রগতি আলোচনা করবেন এবং একটি উপদেশ বইয়ে পরবর্তী মাসের করনীয় লিখে রাখবেন। ঐ উপদেশাবলী অনুযায়ী চাষী কাজ করবেন। প্রত্যেক ছয় মাসে একবার সকল ফলাফল প্রদর্শক চাষীকে মৎস্য কর্মকর্তা তার দপ্তরে সভায় আমন্ত্রণ জানাবেন। এ সভায় অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মুক্ত আলোচনা হবে। এতে একজন চাষী অন্য চাষীর অভিজ্ঞতা শুনে তার ভুল সংশোধন করতে পারবেন। সম্ভব হলে সর্বোচ্চ সফলতাকারীর পুকুর সবাই মিলে পরিদর্শন করবেন। বছর শেষে ফলাফল প্রদর্শক, সহযোগী মৎস্য চাষী এবং নিকটবর্তী মৎস্য চাষীদের নিয়ে একটি মৎস্য চাষী কর্মশালার আয়োজন করতে হবে। এ সভায় মাছ চাষের অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হবে। এতে পার্শ্ববর্তী মৎস্য চাষীগণ উদ্বুদ্ধ হবেন।

চিত্র ৪ঃ ট্রিকল ডাউন পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ

(৬) পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন ঃ

(ক) পরিবীক্ষণঃ থানা মৎস্য কর্মকর্তা মাসে অন্ততঃ একবার ফলাফল প্রদর্শক চাষীর পুকুর পরিদর্শন করবেন এবং উৎপাদনের অগ্রগতি ও সমস্যাবলী পর্যালোচনা করবেন। এ ছাড়া প্রতি ছয় মাসে একবার থানা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য ফলাফল প্রদর্শক মৎস্য চাষীদের সভা অনুষ্ঠান করতে হবে। ফলাফল প্রদর্শক চাষীদের মৎস্য বিষয়ে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য সম্ভব হলে সব চেয়ে সফলতা অর্জনকারীর পুকুর সবাই মিলে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবেন। থানা মৎস্য কর্মকর্তা বৎসর শেষে প্রদর্শনী পুকুরের আয় ও ব্যয়ের উপকরণ ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করবেন। উক্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে থানার সকল প্রদর্শনী কার্যক্রমের প্রতিবেদন তৈরী করে থানা মৎস্য কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। সকল থানার প্রদর্শনী কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে জেলা প্রতিবেদন তৈরী পূর্বক জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিভাগীয় উপ–পরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন। সকল জেলা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিভাগীয় উপ–পরিচালক প্রতিবেদন তৈরী করে মৎস্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন। এ প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৎস্য অধিদপ্তর একটি জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করবে। জাতীয় কর্মশালায় অভিজ্ঞতা বিনিময় ও গৃহীত কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার পর সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করে পরবর্তী বৎসরের কর্ম পদ্ধতি ও কৌশল নিরূপন করবে।

(খ) মূল্যায়নঃ মৎস্য সম্প্রসারণের মূল উদ্দেশ্যই হল মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি হস্তান্তর। মৎস্য চাষী মাছ চাষের কলাকৌশল সফলভাবে আয়ত্ব করতে পারলেন কিনা তার মধ্যেই এ কার্যক্রমের সফলতা নিহিত। কাজেই এ আঙ্গিকে মুল্যায়ন করা দরকার। প্রযুক্তিকে প্রভাবিত করে এমন কাজগুলির তালিকা করে উহা চাষী কর্তৃক গ্রহণের শতকরা হার নির্ণয় করতে হবে। একই সাথে প্রদর্শনী খামারের উপকরণ ভিত্তিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংগ্রহ করতে হবে। চাষীর আর্থ–সামাজিক অবস্থা মূল্যায়নের জন্য তার পারিবারিক আয়–ব্যয় এবং আর্থ–সামাজিক নির্ণয়ক (যেমন– চাষীর স্কুল/কলেজগামী ছেলে মেয়ের সংখ্যা, টিউবওয়েলের মালিকানা, কাঁচা ঘর পরিবর্তন করে পাকা ঘর তৈরী করা ইত্যাদি) এর মাধ্যমে সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে মূল্যায়ন করা যায়।

(সংকলিত)

(সূত্রঃ বিজিড/৮৭/০৪৫/৩৪)

কৃষকের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণের ভূমিকা

"ময়মনসিংহ জেলায় মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প" টি ডানিডা–এর আর্থিক সহায়তায় টার্ণকি ভিত্তিতে ময়মনসিংহের ৬টি থানায় (ময়মনসিংহ সদর, ত্রিশাল, ফুলবাড়ীয়া, মুক্তাগাছা, ঈশ্বরগঞ্জ ও গৌরীপুর) বাস্তবায়িত হচ্ছে। চাষীকে ঋণ প্রদান, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষকরণ, আত্মকর্মসংস্থান ও চাষীদের আর্থ–সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে উক্ত প্রকল্পটি পরিচালনাধীন রয়েছে। বর্তমানে উক্ত প্রকল্পাধীন পুকুরে মাছ উৎপাদনের পরিমাণ হেক্টর প্রতি গড়ে ৩.৩৮ মেঃ টন।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে এবং বাস্তবায়নাধীন সময়ে সম্প্রসারণমূলক কর্মকান্ডের ফলে কৃষকের আয়ের উৎস্য পরিবর্তনের এবং উৎস পরিবর্তনের কারণে বর্ধিত আয়ের তূলনামূলক চিত্র নিম্নে প্রদান করা হলঃ

চিত্র ঃ ৫.১

চিত্র ঃ ৫.২

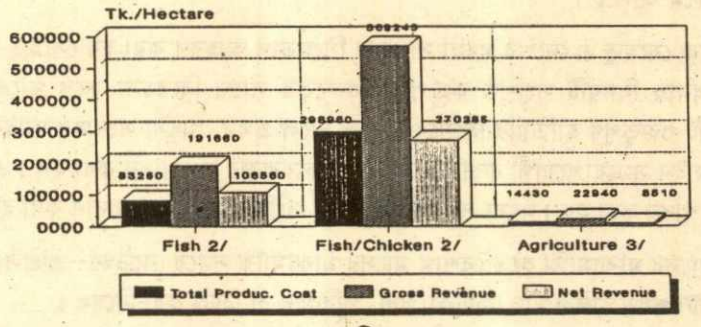

চিত্রঃ ৬

চিত্রঃ ৫.১ আধা–নিবিড় মাছ চাষের পূর্বে ও ৫.২) আধা নিবিড় মাছ চাষের ফলে কৃষকের আয়ের উৎস্য এবং ৬.০ মাছ চাষ ও কৃষিকাজে আয়ের তূলনামূলক চিত্র।

উপরোক্ত চিত্র থেকে এটা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়ে যে, সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে মৎস্য খাত থেকে কৃষকের আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সারা দেশব্যাপী অনুরূপ সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম মৎস্য উৎপাদনে এবং কৃষকের আর্থ–সামাজি উন্নয়নে শুভ প্রভাব রাখবে।

সংকলিত

মৎস্য সংরক্ষণ আইন এবং উহার বাস্তবায়ন

নাসির উদ্দিন আহমেদ
উপ–পরিচালক (মৎস্য)
ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।

খাল–বিল, নদী–নালা, হাওড়–বাওড়, পুকুর–দীঘি সমৃদ্ধ এই দেশ। বাংলাদেশের মোট স্থল ভাগ ও জল ভাগের অনুপাত পৃথিবীতে অনন্য বলা যায়। জল ভাগের এই আধিক্যের কারণেই এক সময় বিনা পুঁজিতে নাম মাত্র শ্রমে মাছ আহরণ করা যেত বলেই মাছের সহজ প্রাপ্তি ও মূল্য সুলভ ছিল। একসময় শহরবাসী ও গ্রামের ধনী লোকই সাধারণতঃ মাছ ক্রয় করত, অন্যেরা নিজেদের প্রয়োজনে পুকুর–দীঘি, নদী–নালা বা অন্যান্য জলাশয় থেকে মাছ আহরণ করত। সম্ভবতঃ মৎস্য সম্পদের প্রাচুর্য্য এবং সহজলভ্যতার কারণেই এ দেশের আপামর জনসাধারণের প্রধান খাদ্য হিসাবে ভাতের পরেই মাছের স্থান নির্ধারিত হয়ে আসছে।

কিন্তু সময়ের বিবর্তনে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যার চাপ, যত্রতত্র কীট নাশক ঔষধের ব্যাপক ব্যবহার, বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি কারণ সমূহ প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদকে ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অপর দিকে দারিদ্র এবং অজ্ঞতার কারণে ব্যাপকভাবে পোনা মাছ নিধন ও ডিমওয়ালা মাছ আহরণ সমস্যাকে আরও বিপদ সংকুল করে তুলছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের বিরুপ প্রভাব, কলকারখানার বর্জ্য দ্বারা পানি দূষণ, পলি দ্বারা নদী ভরাট হওয়ায় প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র গুলি বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ফলে এখন আর পূর্বের মত জলাশয়ে মাছ পাওয়া যায় না। বিশেষ করে আমাদের দেশের মৎস্য আহরণের হিসেব থেকে দেখা যায় মোট মৎস্য আহরণের সিংহ ভাগই আসে মুক্ত জলাশয় থেকে। বিগত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, দেশের মোট মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও মুক্ত জলাশয়ে ক্রমান্বয়ে মৎস্য আহরণের মাত্রা কমে আসছে।

মুক্ত জলাশয় থেকে যেহেতু এ দেশের মৎস্য সম্পদের সিংহভাগ আহরণ করা হয় সেহেতু মুক্ত জলাশয় মৎস্য সম্পদের ব্যবস্থাপনার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকেন। মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ১৯৫০ সালে প্রথম "মৎস্য সংরক্ষণ আইন" জারী করা হয়। পরবর্তীতে এই আইন সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে বেশ কয়েকবার সংশোধন করা হয়। এই আইনটি সর্বশেষ ১৯৮২ সালে সংশোধন করা হয়। মৎস্য সংরক্ষণ আইনের সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে প্রদান করা হলঃ

১। কার্তিক মাসের মাঝামাঝি হতে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি সময়ে (নভেম্বর–এপ্রিল) ২৩ সেন্টিমিটার (৯ ইঞ্চির ছোট) পর্যন্ত ইলিশ মাছ (জাটকা) ধরা, পরিবহণ বা বিক্রি করা নিষেধ।

২। আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি হতে পৌষ মাসের মাঝামাঝি সময় (জুলাই–ডিসেম্বর) পর্যন্ত ২৩ সেন্টিমিটার এর ছোট নলা মাছ (রুই, কাতলা, কালবাউস, ঘনিয়া প্রভৃতি) ধরা, পরিবহন বা বিক্রি করা বিষেধ।

৩। মাঘ মাসের মাঝামাঝি হতে আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি সময় (ফ্রেকুয়ারী–জুন) পর্যন্ত ৩০ সেন্টিমিটার এর (১২ ইঞ্চির) ছোট পাংগাস, শিলন, ভোল, আইড় মাছ ধরা, পরিবহণ ও বিক্রি করা নিষেধ।

৪। প্রজনন মৌসুমে অর্থাৎ চৈত্র মাসের প্রথম হতে শ্রাবন মাসের মাঝামাঝি (১৫ই মার্চ–৩১শে জুন) দেশের কতিপয় নির্দিষ্ট নদ–নদী, খাল–বিলে যে কোন আকারের রুই জাতীয় মাছ ধরা নিষিদ্ধ।

৫। ১লা এপ্রিল থেকে ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত মুক্ত জলাশয়ে বোয়াল, গজার ও টাকি মাছের রেণু/ধানি পোনা যখন দলবদ্ধভাবে বিচরণ করে তখন এ সমস্ত পোনা ও এদের সাথে বিচরণরত মাছ ধরা নিষিদ্ধ।

৬। নদ–নদী, খাল–বিলে আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে বা স্থায়ীভাবে জাল পেতে মাছ ধরা বা মাছের স্বাভাবিক চলাচল বন্ধ করা নিষিদ্ধ।

৭। বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার করে মাছ মারা নিষিদ্ধ। পানিতে বিষ প্রয়োগ বা কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ নিক্ষেপ বা যে কোন উপায়ে পানি দূষিত করণের মাধ্যমে মাছ, মাছের আবাস স্থল বা প্রজনন ক্ষেত্রের ক্ষতি সাধন করা নিষিদ্ধ।

৮। সরকার মাছ ধরার ক্ষেত্রে ৪.৫ সেঃ মিঃ বা তদাপেক্ষা কম দৈর্ঘের ফাঁস বিশিষ্ট জালের (কারেন্ট জাল) ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন (মৎস্য আইনে এই ধারাটি ১৯৮৫ সালে সংযোজন করা হয়)।

চিত্র ৭ ঃ কারেন্ট জালে ছোট মাছ নিধন

এ সমস্ত আইন অমান্যকারীকে ৫০০/= টাকা জরিমানা বা ৬ মাসের জেল অথবা উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডিত করার বিধান রয়েছে। একই ব্যক্তি দ্বিতীয়বার অভিযুক্ত হলে প্রতিবারের অপরাধের জন্য শাস্তির পরিমাণ দ্বিগুণ হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, মৎস্য আইনটি যদিও ১৯৫০ সালে প্রণীত হয়েছে তথাপি এই আইনের প্রয়োগ অতীতে নানাবিধ কারণে কড়াকড়িভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু সময়ের তাগিদে এই আইন সকলের মেনে চলা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সাথে সাথে আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। মৎস্য অধিদপ্তরের তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে এই কার্যক্রম কঠোরভাবে বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যে কড়া নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এই আইন প্রয়োগের পূর্বে মৎস্য সম্পদ রক্ষাকল্পে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলা প্রয়োজন। বিশেষ করে জেলে সম্প্রদায় যারা এই সম্পদের উপর জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন তাঁদেরকে আইন মেনে চলার জন্য উদবুদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। সম্প্রসারণ ও উদবুদ্ধ করণের মাধ্যমে সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব না হলে সেখানে কঠোরভাবে এ আইন প্রয়োগ করা অপরিহার্য।

পরিশেষে, যে সম্পদ আমাদের আমিষের যোগানে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এবং কর্ম সংস্থানে বিরাট ভূমিকা রাখছে, সে সম্পদের উন্নয়নের জন্য সকল মহলের সার্বিক সহযোগিতা প্রয়োজন। বিশেষতঃ মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৎস্য আইন মেনে চলা একান্তভাবেই কাম্য।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনা

মোঃ মাহমুদুল হক
সহকারী প্রধান
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্যসম্পদের অবদান অনস্বীকার্য। ইহা শুধুমাত্র প্রাণীজ আমিষের চাহিদাই বহুলাংশে পূরণ করেনা, অধিকন্তু কর্মসুযোগসহ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে রপ্তানী বাণিজ্যে এর গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৯০–৯১ সনে বাংলাদেশে মৎস্যক্ষেত্রের অবদান ছিল– জিডিপিতে ৩.৩% (টাকা=২৭,৫৭০ মিলিয়ন), কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদিত মোট মূল্যের ৯.১৬%, জাতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের ৮.৬৪% এবং জিডিপিতে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫.৮% (যাহা ১৯৮৭–৮৮ সালে ছিল ১.১%)।

জলসম্পদে সমৃদ্ধ বাংলাদেশে আভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৪০ লক্ষ হেক্টর, তন্মধ্যে মৎস্য ও চিংড়ি চাষাধীন এলাকার পরিমাণ প্রায় ২.৬ লক্ষ হেক্টর এবং ৪৮০ কিলোমিটার সমুদ্র উপকূল। তাছাড়া বংগোপসাগরে রয়েছে ২,৪৮০ বর্গ নটিক্যাল মাইল মহিসোপান ও ৪১,০৪০ বর্গ নটিক্যাল মাইল বিস্তৃত একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা। ১৯৯০–৯১ সনে সমুদ্র থেকে আহরিত মৎস্য সম্পদের পরিমাণ ছিল ২.৪২ লক্ষ মেট্রিক টন, তন্মধ্যে আর্টিস্যানাল মৎস্য সম্পদ ছিল প্রায় ৯৬%।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণঃ

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের পরিমাণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য ১৯৫৮ সন থেকে ১৯৮০ সন পর্যন্ত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সহায়তায় বেশ কিছু জরিপ কার্য পরিচালিত হয়েছে। তদুপরি এফ এ ও/ ইউ এন ডি পি'র সহায়তায় ১৯৮৪ সন পর্যন্ত মৎস্য অধিদপ্তরের জরিপ জাহাজ 'অনুসন্ধানী' কর্তৃক ৩২ টির বেশী জরিপ ক্রুজ সম্পাদিত হয়েছে।

এ সকল জরিপ ফলাফলে দেখা যায় যে, বংগোপসাগরে ১২টির অধিক মৎস্য চারণক্ষেত্র রয়েছে যা থেকে বাণিজ্যিক গুরুত্ব সম্পন্ন চিংড়ি এবং মৎস্য আহরণ সম্ভব। কিন্তু এ সকল জরিপ কাজে ট্রল নেট ব্যবহারের কারণে পেলাজিক মৎস্য সম্পদ সম্পর্কে তেমন কোন সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়নি। জরিপ ফলাফলে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বংগোপসাগরে স্থিতমজুদ (স্ট্যান্ডিং স্টক)– এর পরিমাণ– ডিমারসাল মৎস্য– ১.৬–৩.২ লক্ষ মেঃটন, পেলাজিক মৎস্য– ০.৬–১.২ লক্ষ মেঃ টন এবং চিংড়ি– ০.০৪–০.০৯ লক্ষ মেঃ টন।

আশির দশকের শুরুতে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন তদানিন্তন সোভিয়েত রাশিয়ার নিকট থেকে অনুদান হিসাবে প্রাপ্ত ১০টি ট্রলারের মাধ্যমে ট্রলিং শিল্পে পথ প্রদর্শক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে, জরিপ ফলাফলের আশাব্যঞ্জক দিক নির্দেশনায় আকৃষ্ট হয়ে বাংলাদেশী উদ্যোক্তগণ ৮০'র দশকের শেষ দিকে মূলতঃ তিনটি উপায়ে– (ক. যৌথ উদ্যোগ, খ. আয় থেকে দায় পরিশোধ এবং গ. স্থানীয় মালিকানা) ট্রলিং

শিল্পে নিয়োজিত হন। ঐ সময় বংগোপসাগরে প্রচুর সংখ্যক ট্রলার মৎস্য আহরণে নিয়োজিত হয়েছিল। ১৯৮৫ সনে প্রণীত এক তালিকায় দেখা যায় যে, তখন বাংলাদেশে ১১৪টি ট্রলার ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের ট্রলার বহরের পরিধি ৭৩টিতে (চিংড়ি– ৪৭ ও মৎস্য– ২৬) সীমাবদ্ধ রয়েছে। অধিকাংশ চিংড়ি ট্রলার ৩০–৪০ মিটার দৈর্ঘ ও ৪৫০–৭৫০ বি এইচ পি ইঞ্জিন সম্পন্ন এবং ২০–২৫ জন ক্রু দ্বারা পরিচালিত। বর্তমানে ট্রলার বহরে স্টার্ণ এবং ডবলরিগার–উভয় ধরনের ট্রলারই বিদ্যমান আছে।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত উপকূলীয় অঞ্চলে ঐতিহ্যগতভাবে পালতোলা নৌকাদ্বারা মৎস্য আহরণ কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছিল। সে সময় বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি নৌকার জন্য মেরিন ডিজেল ইঞ্জিন ও জাল আমদানী করতঃ দেশী নৌকাগুলোর যান্ত্রিকীকরণ কর্মকান্ড শুরু করে। প্রাপ্ত তথ্যমতে, বাংলাদেশে বর্তমানে ৫,০০০এর বেশী যান্ত্রীক মৎস্য নৌযান– উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য আহরণ কর্মকান্ডে নিয়োজিত থাকলেও তন্মধ্যে মাত্র ৩,৩১৭ টি মার্কেন্টাইল মেরিন বিভাগ কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত। তাছাড়াও প্রায় ১,১৪,০০০ অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযান মৎস্য আহরণ কর্মকান্ডে নিয়োজিত রয়েছে। যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানগুলো ৯–৩৩ অশ্বশক্তি সম্পন্ন ইঞ্জিন চালিত এবং ৬–১০ দিনের একটি ট্রিপে মাত্র ২–৩ মেঃ টন মাছ অবতরণ করে থাকে। যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানে ছোট বা বড় ফাঁস বিশিষ্ট ভাসান জাল, সেইন নেট, বেহুন্দী জাল ও বড়শী এবং অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযানে বেহুন্দী জাল, বীচ সেইন, ট্র্যামেল নেট, ফাঁস জাল, ড্রিফট নেট, পুশ নেট, বড়শী ও ফাঁদ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১৯৮৩–৮৪ সনে যেখানে সামুদ্রিক উৎপাদন ছিল ১.৬৫ লক্ষ মেঃ টন সেখানে ১৯৯০–৯১ সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২.৪২ লক্ষ মেঃ টনে দাঁড়িয়েছে। আর চিংড়ি ট্রলার বৎসরে ১২৮–২০৭ দিন সম্পদ আহরণে নিয়োজিত থাকে এবং ১৯৮৫–৮৬ থেকে ১৯৯০–৯১ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, এদের দৈনিক চিংড়ি আহরণের পরিমাণ ০.৪২–০.৬৫ মেঃ টন। ১৯৯০–৯১ সন পর্যন্ত বিগত ১০ বৎসরের আহরিত চিংড়ির প্রজাতি ভিত্তিক গড়–টাইগার– ১৫.০%, হোয়াইট– ৯.০%, ব্রাউন– ৬১.০% এবং ছোট চিংড়ি– ১৫.০%।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনাঃ

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণার্থে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দি মেরিন ফিশরীজ অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ ও তদাধীনে দি মেরিন ফিশারীজ রুলস, ১৯৮৩ জারী করেন। উক্ত অধ্যাদেশের আওতায় মৎস্য অধিদপ্তরের চট্টগ্রামস্থ সামুদ্রিক মৎস্য উইং–ফিশিং ভেসেলের লাইসেন্সিং ও অপারেশন্যাল কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ট্রলার সংগ্রহের অনুমতিদান বা অনুমতি পত্র বাতিলকরণ, বি এম আর ই, আমদানীযোগ্য যন্ত্রাংশ ও মোড়ক সামগ্রীর স্বত্ব নির্ধারণ কার্যাবলী বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক এবং ফিশিং ভেসেলের রেগুরেটরী কার্যক্রম মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে থাকে।

দি মেরিন ফিশারীজ রুলস, ১৯৮৩ তে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলী নিম্নরূপঃ

১. জালের ফাঁসের আকার ঃ

ক.	চিংড়ি ধরার ট্রল নেটের কড প্রান্তে জালের ফাঁসের আকার হবে কমপক্ষে	৪৫ মিলিমিটার।
খ.	মাছ ধরার ট্রল নেটের কড প্রান্তে জালের ফাঁসের আকার হবে	৬০ মিমি।
গ.	বড় ফাঁসযুক্ত ভাসান জালের ফাঁসের আকার হবে কমপক্ষে	২০০ মিমি।
ঘ.	ছোট ফাঁসযুক্ত ভাসান জালের ফাঁসের আকার হবে কমপক্ষে	১০০ মিমি।
ঙ.	বেহুন্দী জালের কড প্রান্তে জালের ফাঁসের আকার হবে কমপক্ষে	৩০ মিমি।

২. আহরণ এলাকা ঃ

ক. সর্বোচ্চ জোয়ারে বেহুন্দী জাল, বড়শী, ছোট ও বড় ফাঁসের ভাসান জাল দ্বারা ৪০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত মৎস্য আহরণ এলাকা সীমাবদ্ধ।

খ. সর্বোচ্চ জোয়ারে ৪০ মিটার গভীরতার বাইরে ট্রলারদ্বারা মৎস্য সম্পদ আহরণ এলাকা নির্ধারিত।

৩. যে সকল পদ্ধতিতে মৎস্য সম্পদ আহরণ নিষিদ্ধ ঃ

ক. বিধিবদ্ধ বিনির্দেশ– এর কম আকারের ফাঁস বিশিষ্ট জাল ইত্যাদি ব্যবহার।

খ. বিস্ফোরক, বিষ এবং অন্যান্য অবশকারী দ্রব্যাদি ব্যবহার।

গ. যে কোন সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণের নিমিত্তে বিদ্যুতায়ন প্রক্রিয়া ব্যবহার।

সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ও তদাধীনে প্রণীত বিধির যে কোন বিধি–নিষেধ ভংগ করা দন্ডনীয় অপরাধ।

সামুদ্রি মৎস্য বিধির সংশোধনী, ১৯৯২ মোতাবেক চিংড়ি ট্রলার কর্তৃক ৩০% সাদামাছ অবতরণ করা বাধ্যতামূলক। কর্ণফুলী নদী মোহনায় অবস্থিত সামুদ্রিক সারভ্যাইলেন্স চেক পোষ্ট থেকে ট্রলারের কর্মকান্ড দেখাশুনা করা হয়। ট্রলারসমূহ প্রতি ট্রিপে ধৃত সম্পদের উপাত্ত মৎস্য অধিদপ্তরে সরবরাহ করে থাকে। সম্ভাব্য সকল নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করার পরও ধারণা করা হয় যে, বৎসরে৩০–৩৫ হাজার মেঃ টন সাদামাছ 'ট্র্যাশ ফিশ' হিসাবে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়।

উপরোক্ত সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

১. ব্যাপক জরিপ ও গবেষনার মাধ্যমে আহরণযোগ্য চিংড়ি, ডিমারসাল ও পেলাজিক মৎস্য সম্পদের নিয়মিত মজুদ পরিবীক্ষণ আবশ্যক।

২. পেলাজিক মৎস্য সম্পদ–এর মজুদ নির্ণয় করে আহরণকল্পে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক।

৩. বর্তমান আহরণ স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য ট্রলার বহরের পরিধি বৃদ্ধি না করা এবং প্রজনন মৌসুমে চিংড়ির আবাসস্থল ও ব্রিডিং গ্রাউন্ড সংরক্ষণ কল্পে চিংড়ি আহরণের নিয়ন্ত্রণকাল নির্ধারণ আবশ্যক।

৪. আর্টিস্যানাল ফিশারীজ– এ নিয়োজিত মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের নিকট মৎস্য আহরণ সরঞ্জামাদি সহজলভ্যকরণ আবশ্যক।

৫. আর্টিস্যানাল ফিশারীজ– এর নিয়ন্ত্রণ, ঘনিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং– এর জন্য উপকূলীয় জেলার জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণকে সামুদ্রিক অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ ও তদাধীনে প্রণীত বিধিমালার আওতায় প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণ করা আবশ্যক।

মাছের ক্ষত রোগ ও উহার প্রতিকার

মুহাম্মদ সানাউল্লাহ
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বরগুনা

বাংলাদেশে ১৯৮৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথমে চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জে মাছের ক্ষতরোগ দেখা দেয়। এশিয়া–প্রশান্ত মহাসাগরীয় অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও প্রাকৃতিক ও মুক্ত জলাশয়ের অধিকাংশ মাছে এ রোগ শুরু হয়। আক্রান্ত মাছগুলির মধ্যে– শোল, গজার, টাকী, কৈ, পুটি, মেনি, বাইম, টেংরা, কাইক্যা এবং চাষ যোগ্য অন্যান্য মাছ যেমন মৃগেল, রুই, কার্পিও, মাগুর ইত্যাদি অন্যতম। বছর পরিক্রমায় আরো ব্যাপকতর হয়ে দেশের বিস্তৃত অঞ্চলে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

কি অবস্থায় এই রোগ দেখা দেয়ঃ

আবহাওয়া, পরিবেশ ও পানি বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে দেখা যায় যে–

(ক) শীত মৌসুমের আগে শুরু হয়ে বর্ষার পূর্ব পর্যন্ত এ রোগের প্রাদুর্ভাব চলতে থাকে।

(খ) সাধারণতঃ অম্লের বৃদ্ধি তথা পি–এইচ–এর কমতি(৪–৬)

(গ) ক্ষারের ঘাটতি (৬৫–৭৫ পি পি এম)

(ঘ) হার্ডনেসের কমতি (৬৫–৮০ পি পি এম)

(ঙ) তাপমাত্রার কমতি (৭–১৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস)

(চ) ক্লোরাইডের ঘাটতি (৬–৭.৫ পি পি এম) (যা কিনা বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল) ইত্যাদি জনিত কারণে এ রোগের প্রাদুর্ভাব শুরু হয়।

কি কারণে হয়ঃ

আমাদের দেশে এ রোগের কারণ হিসেবে যা চিহ্নিত করা হয়েছে তা হলঃ
প্রাথমিক উপসর্গ হিসেবে ব্যাকটেরিয়া গ্রুপের এরোমোনাস হাইড্রোফিলা ও এরোমোনাস সোবরীয়া–কে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব ব্যাকটেরিয়া সুস্থ্য মাছের দেহেই সচরাচর পাওয়া যায়, তবে আবহাওয়া ও পরিবেশের অস্বাভাবিক তারতম্যের কারণে এ দুটো ব্যাকটেরিয়া মাছের দেহে ভয়াবহ ক্ষতের কারণ ঘটায় এবং পরবর্তীতে ক্ষত স্থানসমূহ ছত্রাক ও অন্যান্য পরজীবি দ্বারা আক্রান্ত হয়।

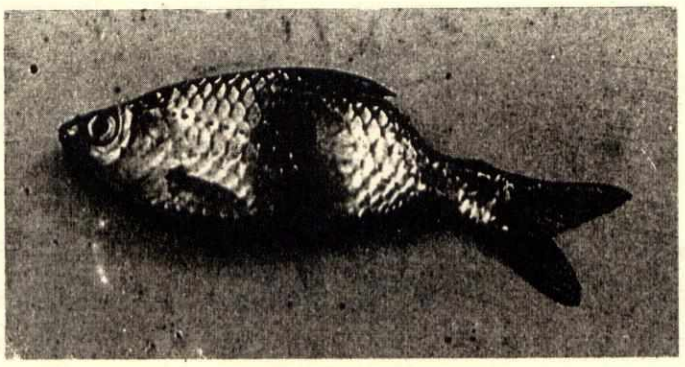

চিত্র ৮ঃ ক্ষতরোগাক্রান্ত মাছ

যথার্থতা নিরুপনঃ

পানিতে অকস্মাৎ ও অস্বাভাবিক ক্লোরাইড ঘাটতির ফলে মাছ তার দেহের স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং উল্লিখিত ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয় বলেই ক্ষত রোগ শুরু হয়। পরবর্তীতে ক্ষত স্থানসমূহ ছত্রাক দ্বারাও আক্রান্ত হয় এবং ৭–১২ দিনের মধ্যে মাছ মারা যায়। ইহাকেই EPIZOOTIC ULCERATIVE SYNDROME বা মাছের ক্ষত রোগ বলে।

প্রতিকারঃ

২–২.৫ মিঃ (৭–৮ ফুট) গভীরতায় এঁটেল ও এঁটেল দো–আঁশ মাটিতে–

প্রতি শতাংশ জলাশয়ে গড়ে ১ কেজি হারে চুন এবং ১ কেজি হারে লবন প্রয়োগ করলে মাছের ঘা সেরে ১৫ দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে।

পুকুরে মাছ থাকা অবস্থায় চুন ছিটানোর আগে বালতিতে গুলে ঠান্ডা করে দিতে হবে আর লবন স্বাভাবিক দানাদার অবস্থায় ছিটিয়ে দিতে হবে।

প্রতিরোধঃ

প্রতি বছর অক্টোবরের মাঝামাঝি উপরোক্ত হারে লবন ও চুন আগাম প্রয়োগ করলে ঐ মৌসুমে আর ক্ষত রোগ দেখা দেয় না।

সর্তকতাঃ

১। অম্লযুক্ত মাটি যেমন– ফেনী, কুমিল্লা, সাভার, গাজীপুর, নরসিংদী ও রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চলে চুনের পরিমাণ দ্বীগুন হারে অর্থাৎ প্রতি শতাংশে ২ কেজি হারে এবং

২। অধিক বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে যেমন সিলেট ও উপকূলীয় অঞ্চলে লবনের পরিমাণ দেড়গুণ হারে অর্থাৎ প্রতি শতাংশে ১.৫ কেজি হারে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।

মনে রাখবেন, উপরোক্ত লবন ও চুনের প্রয়োগ হার আমাদের দেশের আবহাওয়া, পরিবেশ, মাটি ও পানির গুনাগুণ অনুসারে একটি ফলপ্রসু, সহজলভ্য এবং নিরাপদ মাত্রা।

মৎস্য চাষ ও প্রজনন বিষয়ক হিসাব পদ্ধতি

আপনি কি ভাবে পুকুরে ঔষধ প্রয়োগের পরিমাণ হিসাব করবেনঃ

মনে করুন ঔষধের প্রয়োগ মাত্রা ২ পি পি এম (পিপিএম= নিযুতাংশ)ঃ এই মাত্রায় আপনার পুকুরে কতটুকু ঔষধ লাগবে–

প্রথমে পুকুরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মেপে নিন। তারপর পুকুরের বিভিন্ন জায়গায় (১ বিঘা আয়তনের পুকুরের জন্য ৬–৯ জায়গার) গভীরতা মাপুন। গভীরতাগুলো যোগ করে একটি গড় গভীরতা বের করুন।

(১) পুকুরে ঔষধ পরিমাপের সবচেয়ে সহজ উপায় হলো পুকুরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গড় গভীরতা মিটারে মাপা। এই পদ্ধতিতে ঔষধ এর পরিমাণ নির্নয়ের উপায় নিম্নরূপঃ

সূত্রঃ ঔষধের পরিমাণ (গ্রাম)=দৈর্ঘ্য X প্রস্থ Xগড় গভীরতা Xঔষধের মাত্রা পিপিএম

উদাহরণঃ একটি পুকুরের দৈর্ঘ্য ১০০ মিটার, প্রস্থ ৫০ মিটার, গড় গভীরতা ১.৫ মিটার এবং ঔষধের মাত্রা ২ পিপিএম। কতটুকু ঔষধ লাগবে?

ঔষধের পরিমাণ= ১০০X ৫০X১.৫ X২= ১৫০০০ গ্রাম অর্থাৎ ১৫ কেজি।

(২) পুকুরের আয়তন একরে ও গভীরতা ফুটে হিসাব করলে ঔষধ পরিমাপের সূত্র নিম্নরূপঃ

সূত্রঃ ঔষধের পরিমাণ (গ্রাম)= একর X ৪৩৫৬০ X গভীরতা ফুট X ঔষধের মাত্রা পিপিএম X ০.০২৮৩

উদাহরণঃ মনে করুন আপনার পুকুরের পানির আয়তন ০.৩৩ একর, গড় গভীরতা ৫ ফুট ,ঔষধের মাত্রা ২ পিপিএম। কতটুকু ঔষধ দরকার?

ঔষধের পরিমাণ = ০.৩৩ X ৪৩৫৬০ X ৫ X ২ X ০.০২৮৩= ৪০৬৮ গ্রাম (প্রায়)

(৩) পুকুরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা যদি ফুট হিসাবে মেপে থাকেন তবে–

সূত্রঃ ঔষধের পরিমাণ (গ্রাম) = দৈর্ঘ্য X প্রস্থ X গভীরতা X ০.০২৮৩ X ঔষধের মাত্রা পিপিএম

উদাহরণঃ পুকুরের দৈর্ঘ্য ১২০ ফুট, প্রস্থ ৭৫ ফুট, গড় গভীরতা ৬ ফুট, ঔষধের মাত্রা ২ পিপিএম। কতটুকু ঔষধ লাগবে?

ঔষধের পরিমাণ– ১২০ X৭৫ X৬ X০.০২৮৩ X ২=৩০৫৬ গ্রাম (প্রায়)

পুকুরে প্রজননক্ষম মাছ প্রতিপালন এবং রেনু উৎপাদনের সম্ভাব্য হিসাবঃ

- ❑ পুকুরের আয়তন ১বিঘা (০.৩৩ একর)।
- ❑ মজুদ মাছ ২৫০ কেজি।
- ❑ প্রজনন কালে ধৃত মাছের পরিমাণ ৯০%=২২৫ কেজি (প্রায়)।
- ❑ ধৃত মাছের মধ্যে স্ত্রী মাছের পরিমাণ ৫০% =১১২ কেজি (প্রায়)
- ❑ প্রজননে ব্যবহৃত স্ত্রী মাছ (ইনজেকশনকৃত) ৮৫%=৯৫ কেজি (প্রায়)।
- ❑ প্রজনন কালে মোট মাছের ডিম ছাড়ার হার গড়ে ৯০%=৮৫ কেজি (প্রায়)
- ❑ ৮৫ কেজি স্ত্রী মাছ থেকে প্রাপ্ত ডিমের সংখ্যা = ১২৭ লক্ষ (প্রায়)। (প্রতি কেজি স্ত্রী মাছের ২.৫ লক্ষ ডিম)
- ❑ নিষিক্ত ডিমের সংখ্যা =১২৭ লক্ষ (প্রায়) (ডিম নিষিক্ত হওয়ার হার গড়ে ৭৫%)
- ❑ হ্যাচিং এর হার গড়ে ৯৫%=১২০ লক্ষ (প্রায়)
- ❑ ৩–৪ দিন বয়সের রেনুর সংখ্যা=৯৫%= ১০৮লক্ষ (প্রায়)
- ❑ উৎপাদিত রেনুর পরিমাণ ২৭ কেজি (প্রায়) (প্রতি কেজিতে গড়ে ৪.০ লক্ষ রেণু)

বিঃদ্রঃ

(১) এই রেনুর পরিমাণ কেবল মাত্র মৌসুমে একবার ব্যবহার করা মাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে, তবে মৌসুমের প্রথমে ব্যহৃত মাছ পুনরায় ব্যবহার করলে একই পরিমাণ ব্রুড থেকে বেশী রেনু উৎপাদন পাওয়া সম্ভব।

(২) ব্রুডফীশ পরিচর্যার উপর রেনু উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভরশীল। তাই উপরোক্ত পরিমাণ কম–বেশী হতে পারে।

(৩) এখানে ধৃত মাছের ৫০% পুরুষ মাছ, যেগুলো প্রজনন কাজে ব্যবহৃত হয়েছে বলে ধরা হয়েছে।

(৪) আবহাওয়া, পানির গুণাগুণ, ব্রুড ফিশের গুণাগুণ ইত্যাদির উপর রেণু উৎপাদন ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। তাই এখানে কেবলমাত্র একটা সম্ভাব্য ধারণা দেয়া হয়েছে।

রেনু প্রতিপালন করে বড় পোনা উৎপাদনের সম্ভাব্য হিসাবঃ

- ❑ ১ কেজি রেনুতে পোনার সংখ্যাঃ ৪.০ লক্ষ (প্রায়)
- ❑ ১ কেজি রেনু থেকে ৫–৭ সেঃমিঃ আকারের উৎপাদিত পোনার সংখ্যা (পরিচর্যাকাল অনধিক ৬০ দিন) গড়ে ৫০% = ২.০ লক্ষ (প্রায়)

২.০ লক্ষ ৫–৭ সেঃমিঃ আকারের পোনা থেকে ১০–১২ সেঃমিঃ আকারের পোনা উৎপাদনের হার ৯০% = ১.৮ লক্ষ (প্রায়)। অর্থাৎ ১ কেজি রেনু পোনা থেকে ১.৮ লক্ষ ১০–১২ সেঃমিঃ আকারের পোনা উৎপন্ন হতে পারে।

বিঃদ্রঃ

(১) রেনু পোনার গুনাগুন এবং নার্সারী পুকুর ব্যবস্থাপনার উপর পোনার উৎপাদন নির্ভরশীল।

(২) রেনু থেকে বড় পোনার উৎপাদন প্রদত্ত পরিমাণের থেকে কম–বেশী হতে পারে। এটা কেবলমাত্র একটা গড় ধারণা।

(৩) ব্যবস্থাপনা উন্নত হলে উৎপাদন আরো বেশী হতে পারে।

রুই জাতীয় মাছের প্রজনন কাজে পিজি'র প্রয়োগের হিসাবঃ

- ৭ কেজি স্ত্রী মাছের প্রজনন (ইনজেকশনকৃত) ডিম পাড়বেঃ ৯০% =৬.০ কেজি (প্রায়)।
- স্ত্রী মাছ ৬ কেজিঃ ডিম উৎপাদন গড়ে ১২ লক্ষ (প্রায়)
- নিষিক্ত ডিমের হার গড়ে ৭৫% =৯ লক্ষ (প্রায়)
- হ্যাচিং এর হার গড়ে ৯৫% = ৮.৫ লক্ষ (প্রায়)
- ৩–৪ দিন বয়সের রেনু ৯০% = ৭.৬ লক্ষ (প্রায়)
- প্রাপ্ত রেনুর ওজন (প্রতি কেজিতে ৪ লক্ষ রেনু) = ১.৯০ কেজি (প্রায়)
- পুরুষ মাছের প্রয়োজন = ৭ কেজি (প্রায়)
- স্ত্রী মাছের প্রয়োজন = ৭ কেজি (প্রায়)

অতএব পিজির প্রয়োজনঃ

স্ত্রী ৭ কেজি জন্য সর্বোচ্চ পিজির পরিমাণ = ৭ X ৮ =৫৬ মিঃ গ্রাম
পুরুষ ৬ কেজির জন্য ,, ,, = ৭X২=১৪ মিঃ গ্রাম

মোট = ৭০ মিঃগ্রামঃ

৭ কেজি স্ত্রী ও ৭ কেজি পুরুষ মাছ বা১.৯০ কেজি রেনুর জন্য সর্বোচ্চ ৭০ মিঃ গ্রাম পিজি প্রয়োজন।
১ কেজি ,, ,, ৩৭.৫ অর্থাৎ ৩৭ মিঃগ্রাম।

সিলভার কার্প জাতীয় মাছের জন্য এইচ সি জি (শুধুমাত্র এইচ সিজি দিয়ে ইনজেকশন)ঃ

১০ কেজি স্ত্রী মাছ ইনজেকশন দিলে ডিম ছাড়বেঃ ৮০% =৮ কেজি (প্রায়)
৮ কেজি স্ত্রী মাছ থেকে ডিম উৎপাদনঃ =১৪ লক্ষ (প্রায়)
(প্রতি কেজি ১.৭৫ লক্ষ)
নিষিক্ত ডিমের সংখ্যা৭০% = ১০ লক্ষ (প্রায়)।

হ্যাচিং এর হার গড়ে ৮০%	= ৮ লক্ষ (প্রায়)।
৩–৪ দিন বয়সের রেনুর সংখ্যা ৮০%	= ৬.৫ লক্ষ (প্রায়)।
প্রাপ্ত রেনু ওজনঃ	= ১.৬৮কেজি (প্রায়)।
প্রতি কেজিতে ৩.৫ লক্ষ হিসেবে	= ১.৮ কেজি (প্রায়)।
এ প্রজননে পুরুষ সিলভারকার্প মাছ প্রয়োজন	= ৮ কেজি (প্রায়)।
পুরুষের জন্য পিজি এর প্রয়োজন ৮X ২	= ১৬ মিঃগ্রাম।

১০ কেজি স্ত্রী মাছের জন্য এইচ সিজি প্রয়োজন (শুধু এইচ সিজি দিয়ে প্রজনন)ঃ

(ক) ১ম ও ২য় ইনজেকশন সহ ১৩০০ আই ইউ, প্রতি কেজি ঃ ১০ X ১৩০০ = ১৩০০০ আই ইউ

(খ) পিজি+এইচ সিজি দ্বারা প্রজনন (১ম+২য় ইনজেকশনসহ) ৭০০ আই ইউ/কেজি হিসেবে
৭ ০০ X ১০=৭০০০ আই ইউ এইচ সিজি
এছাড়াও প্রতি কেজিতে ৪ মিঃ গ্রাম পিজি হারে ৪ X১০ =৪০ মিঃ গ্রাম পিজি
অতএব ১ কেজি সিলভার কার্পের রেণুর জন্য "ক" পদ্ধতিতে প্রয়োজন= ১৩০০০/১.৮=৭২২২ আই ইউ এইচ সিজি এবং পিজি প্রয়োজন ৯ মিঃ গ্রাম।
১ কেজি সিলভার কার্পের রেণুর জন্য "খ" পদ্ধতিতে প্রয়োজন = ৭০০০/১.৮=৩৮৮৮ আই ইউ এইচ সিজি এবং পিজি প্রয়োজন ৯+২২=৩১ মিঃ গ্রাম।

বিঃ দ্রঃ রুই জাতীয় মাছের কিংবা সিলভার কার্পের কৃত্রিম প্রজননের জন্য ব্যবহৃত পিজি ও এইচ সিজি–এর পরিমাণ যা উপরে নির্ণয় করা হয়েছে ব্রুড মাছের অবস্থা, মৌসুম, প্রজনন পদ্ধতি ইত্যাদি ভেদে কম–বেশী হতে পারে। এটা একটা সম্ভাব্য পরিমাণের ধারণা দেয়া হয়েছে মাত্র।

০৩	মুক্ত জলাশয়ে উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (ফোর্ড ফাউন্ডেশন)	১৯৮৬–৮৭ ১৯৯২–৯৩	১১২.৭০ (২০.০০)	* মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদের জৈবিক ব্যবস্থাপনা। * অতিরিক্ত মৎস্য আহরণ রোধ করা। * মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ মজুদকরণ। * চাষভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা। * মৎস্য সংরক্ষণ।
০৪	সোসিও ইকোনমিক ইম্পেক্ট অব ফিশ কালচার এক্সটেনশন প্রোগ্রাম অন দি ফার্মিং সিস্টেম অব বাংলাদেশ (ইফাদ/ইকলার্ম)	১৯৯০–৯১ ১৯৯২–৯৩	১৪৭.৫৩ (৬০.০০)	* প্রশিক্ষণ ও বেঞ্চমার্ক সার্ভে। * সম্প্রসারণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন। * প্রশিক্ষনোত্তর জরিপ ও আর্থ–সামাজিক ইম্পেক্ট মূল্যায়ন।
০৫	সমুদ্রে অনাহরিত মৎস্য সম্পদ আহরণের নূতন উপায় উদ্ভাবন ও জেলে সম্প্রদায়ের আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন (এফ এ ও/বি ও বি পি)	১৯৯১–৯২ ১৯৯৫–৯৬	১৭৭.৬৯ (২০.০০)	* ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য–এর বায়ো–ইকোনমিকস্। * জেলে মহিলা এবং পরিবারবর্গের জীবন–মান উন্নয়ন। * বৃহৎ পেলাজিক মাছের অনুসন্ধানমূলক আহরণ।
০৬	মৎস্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারন প্রকল্প (ও ডি এ)	১৯৯১–৯২ ১৯৯৫–৯৬	৮৩৯.৭১ (৭৩.০০)	* চিংড়ি চাষে উচ্চতর প্রশিক্ষণ। * চিংড়ির মান নিংন্ত্রণে প্রশিক্ষণ। * মৎস্য সম্প্রসারণ পদ্ধতির উন্নয়ন। * এনজিও–দের প্রশিক্ষণ।

মৎস্য অধিদপ্তর কারিগরী সহায়তা কর্মসূচী মোট	২,৬৬৪.৫৫ (৩৫৫.০০)
ক. মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় মোট–	১,১৭৬.০০ (৫.০০)
খ. মৎস্য অধিদপ্তর মোট–	৩৭,৫২৪.১৮ (৫,৮০৭.০০)
গ. মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট মোট–	৩৮৪.৪৩ (৬৪.০০)
ঘ. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড মোট–	১২,৯২৩.৩১ (১,৮৮০.০০)
সর্বমোট–	৫২,০০৭.৯২ (৭,৭৫৬.০০)

মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্দেশ্যে ও কার্য্যাবলী

বাংলাদেশের প্রধান উন্নয়ন লক্ষ্য সমূহ যথা কর্ম সংস্থান, দারিদ্র দূরীকরণ, পুষ্টি সমস্যার সমাধান, রপ্তানী আয় বৃদ্ধি এগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখেই মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্যে প্রধান প্রধান কর্মকান্ডগুলি নিম্নরূপঃ

- নিয়মিত ভাবে আভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের জরীপ, মজুদ ও উৎপাদন নিরুপণ।
- আভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি।
- মৎস্য অধিদপ্তরের খামার ও হ্যাচারী গুলির মাধ্যমে মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিভিন্ন লাইসই প্রযুক্তি বেসরকারী পর্যায়ে সম্প্রসারিত করা।
- মৎস্য অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারী–বেসরকারী সংস্থার সম্প্রসারণ কর্মীদের এবং মৎস্যচাষী, মৎসজীবি, বেকার যুবকসহ বিভিন্ন সমিতি ও সংগঠনের সদস্যদেরকে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
- মৎস্য সংরক্ষণ আইনসহ বিভিন্ন প্রকার মৎস্য আইন, অধ্যাদেশ, এ্যাক্ট প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনীয় আইন কানুন প্রণয়ন করা।
- মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, জলাশয় সমূহের উন্নয়ন সাধন ইত্যাদি উদ্দেশ্যে নানারূপ উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- মৎস্যচাষের অগ্রগতির উদ্দেশ্যে দেশে বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপক মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত করা।
- মৎস্য বিষয়ক কর্মকান্ডে জড়িত জনগোষ্ঠিকে বা প্রতিষ্ঠানকে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রাপ্তিতে সহযোগীতা প্রদান।
- ১৩৯৩ বাংলা সনে (১৯৮৬ খৃস্টাব্দে) গৃহীত "নয়া জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা" বাস্তবায়ন করা এবং মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের আর্থ–সামাজিক উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- রপ্তানীযোগ্য প্রক্রিয়াজাত মৎস্য পণ্যের গুণগত মান নিরুপন ও রপ্তানীযোগ্যতার সনদপত্র প্রদান।

মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকান্ড মূলতঃ সম্প্রসারণমূলক ও সহায়তা মূলক, যাহাতে দেশের মৎস্যচাষী, মৎস্যজীবিসহ বেসরকারী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান ব্যাপকভাবে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সম্পৃক্ত হইতে পারে।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- জেলার মৎস্য বিভাগীয় সার্বিক কর্মকান্ডের প্রধান হিসাবে দায়ত্ব পালন এবং বিভাগীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার কার্যাবলীর জন্য দায়ী থাকা।
- জেলার বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান সমূহের জলাশয় ব্যবস্থাপনায় কারিগরী পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করা।
- ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে মৎস্য বিষয়ক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা।
- থানা মৎস্য দপ্তর কর্তৃক প্রণীত মৎস্য বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্পের কারিগরী সম্ভাব্যতা নিরীক্ষা পূর্বক প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।
- জেলার মৎস্য বিষয়ক সার্বিক তথ্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহকরণ।
- মৎস্য অধিদপ্তর এবং জেলার বিভিন্ন দপ্তরের সহিত সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করা।
- মৎস্যচাষী, মৎস্য বিশেষজ্ঞ এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের মধ্যে প্রধান সংযোজক হিসাবে কাজ করা।
- অধীনস্থ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন এবং তাদের দপ্তরীয় কর্মকান্ড যথাসময়ে সম্পন্ন নিশ্চিতকরণ।
- জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভা, বিভাগীয় সভা ও কনফারেন্স–এ যোগদান।
- জেলার মৎস্য বিভাগীয় দপ্তরসমূহের জন্য বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।
- মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার এবং থানা পর্যায়ের অনুমোদিত ও বাস্তবায়িত সকল মৎস্য বিষয়ক কর্মকান্ডের তদারকি ও অগ্রগতি পর্যালোচনা পূর্বক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দপ্তরে প্রতিবেদন পেশ।
- অধীনস্থ সকল কার্যালয়ের নিরীক্ষা ও পরিদর্শন করা এবং বিবরণী আকারে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উত্থাপন করা।
- জেলা মৎস্য বিষয়ক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করা।
- আয়ন–ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করা।
- অধীনস্থ খামার ব্যবস্থাপক ও থানা মৎস্য কর্মকর্তাগণের ও নিজ দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং অধীনস্থ দপ্তরে কর্মরত সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রতি স্বাক্ষর করা।
- অধীনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করা।
- প্রাকৃতিক উৎস হতে রেণু পোনা সংগ্রহণের সরকারী বিধি মোতাবেক লাইসেন্স প্রদান করা।
- মৎস্য বিভাগীয় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের প্রকল্প দলিল মোতাবেক অর্পিত দায়িত্ব পালন করা।
- সময় সময় অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমী লাইব্রেরী সাভার, ঢাকা

থানা মৎস্য কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- থানা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করা।
- থানা পরিষদের উন্নয়ন তহবিলের সাহায্যে নিজ থানা ন্যুনপক্ষে ৩ (তিন) বিঘা পরিমিত এক বা একাধিক নার্সারী পুকুর পরিচালনা ও পোনা উৎপাদন করা এবং আগ্রহী মৎস্য চাষীদের মধ্যে স্বল্প মূল্যে পোনা বিতরণ করা।
- থানা পরিষদের উন্নয়ন তহবিলের সাহায্যে নিজ তত্ত্বাবধানে ন্যুনপক্ষে ১ (এক) একর পরিমিত প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপন ও এলাকায় জনসাধারণকে মৎস্য চাষে উদ্বুদ্ধকরণ।
- মৎস্য চাষীদের বিজ্ঞান ভিত্তিক মৎস্য চাষের পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রকল্প তৈরীসহ মৎস্য চাষের উপকরণাদি (উন্নতমানের পোনা, কীটনাশক, জাল, সার, পাম্প মশিন ইত্যাদি) সংগ্রহ ও সরবরাহের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।
- থানা পরিষদের আনুকূল্যে আগ্রহী মৎস্যচাষী/বেকার যুবকগণকে মৎস্য চাষ/চিংড়ি চাষের প্রশিক্ষণের জন্য কর্মসুচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। প্রতি বৎসরে প্রতি ব্যাচে ২০ জন করে ৪ ব্যাচে মোট ৮০ জনকে সপ্তাহ ব্যাপী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাগ্রহণ এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিল করা।
- মৎস্য চাষ উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্যচাষী/চিংড়ি চাষী/অধিকার প্রাপ্ত মৎস্যজীবিদের ব্যাংক ঋণ প্রদানে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান। ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ও সংশ্লিষ্ট তথ্য রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা এবং এ সম্পর্কে মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা।
- থানা মৎস্য কর্মকর্তা, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা ও ক্ষেত্র সহকারীগণ প্রতি মাসে কবে কোথায় কাহার জলাশয়/পুকুর পরিদর্শন করেছেন উহা বিশদভাবে উল্লেখ পূর্বক রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা।

জরীপ ও তথ্য সংগ্রহঃ

(ক) পুকুর, দীঘি, নদী, খাল, বিল প্রভৃতি জলাশয়ের সংখ্যা এবং আয়তন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

(খ) বদ্ধ জলাশয়, যেমন—পুকুর, বিল, বাওড় ও চিংড়ি খামারের আহরিত মাছ ও উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা।

(গ) প্রাকৃতিক উৎস্য হতে আহরিত রেঁণু/পোনার উপাত্ত সংগ্রহ, ব্যক্তি মালিকানাধীন হ্যাচারী ও নার্সারীর সংখ্যা, উৎপাদন ক্ষমতা ও উৎপাদিত রেণ/পোনার পরিমাণ সম্পর্কে উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট বৎসরান্তে প্রতিবেদন পেশ।

- নিজ থানায় প্রতি বৎসর ন্যূনপক্ষে ২০ টি ব্যক্তিমালিকানাধীন পুকুর চাষের আওতায় আনা এবং এই সম্পর্কিত একটি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ।

- থানা জলমহাল ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির পরামর্শ মোতাবেক সদস্য সচিব হিসেবে নতুন জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালায় বর্ণিত দায়িত্ব পালন করা এবং সেই সম্পর্কে নির্ধারিত ছক মোতাবেক অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা।
- মৎস্য সম্পদ সংরক্ষনের উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সালে প্রণীত এবং ১৯৮৫ সালে সংশোধিত 'মৎস্য সংরক্ষণ আইন' এর প্রয়োগ। আইন প্রয়োগ বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রতি মাসে কোন কোন জলাশয়/এলাকা পরিদর্শন করেছেন, কতটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং কতজন সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন সে সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন নিজ নিজ দপ্তর রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট মাসিক প্রতিবেদন পেশ।
- জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ প্রকল্প/অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করা।
- মৎস্য অধিদপ্তর কর্তক পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নে প্রকল্প দলিলে বর্ণিত দায়িত্ব পালন।
- অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজ তদারকীকরণ।
- আয়ন–ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন।
- অধীনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রতি স্বাক্ষরের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ।
- থানা সমন্বয় সভা, বিভাগীয় সভা এবং অন্যান্য সভায় অংশগ্রহণ।
- মৎস্য অধিদপ্তর ও থানা পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তরের সহিত সমন্বকারীর দায়িত্ব পালন।
- সময় সময় অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুটের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

দেশের আভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক পানি সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৎস্য চাষ ও আহরণের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন তথা ব্যবস্থাপনার বিজ্ঞানসম্মত জাতীয় উন্নয়ন চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার "মৎস্য গবেষণা উনষ্টিট্যুট অধ্যাদেশ, ১৯৮৪" জারীর মাধ্যমে ময়মনসিংহের মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিট্যুট প্রতিষ্ঠা করেন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

১. বাংলাদেশে সকল মৎস্য গবেষণার পরিচালন ও সমন্বয় সাধন।

২. দেশের মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রায়োগিত গবেষণা কর্মসূচীতে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ।

৩. মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নততর ব্যবস্থানার লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত দিকসমূহের নিরীক্ষণ ও প্রমিতকরণ সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালন।

৪. আমদানী বিকল্প ও ব্যয় হ্রাসের পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং জাতীয়ভাবে ব্যবহারোপযোগী অথবা বিদেশে রাপ্তানীযোগ্য প্রক্রিয়াজাতকৃত মৎস্য পণ্যের মানোন্নয়ন পদ্ধতি উদ্ভাবন।

অঙ্গপ্রতিষ্ঠানঃ

১. স্বাদু পানি মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র, ময়মনসিংহ।

২. নদী মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র,, চাঁদপুর।

৩. লোনাপানি মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা।

৪. সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তিগত গবেষণা কেন্দ্র, কক্সবাজার।

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

১৯৬৪ সনের জুন মাসে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ৪নং অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন বিশেষকরে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন, আহরণ ও বিপননের জন্য বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩ সলের ২২নং আইন দ্বারা পূর্বের অর্ডিন্যান্সকে বাতিল করতঃ বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের কার্য পরিধি সম্প্রসারণ করা হয়।

কার্যাবলীঃ

১. কর্পোরেশন মৎস্য ও মৎস্য সম্পর্কিত শিল্প উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

২. এ আইনের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য কর্পোরেশনকে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হয়ঃ

ক. মৎস্য ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন এবং মৎস্য সম্পর্কিত শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ।

খ. মৎস্য আহরণের উপযোগী ইউনিট গঠন এবং মৎস্য সম্পদ আহরণের জন্য উন্নত প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি স্থাপন।

গ. মৎস্য শিল্প গড়ার প্রয়োজনে মাছ শিকারের জন্য নৌকা, স্থল ও জলে চালিত পরিবহণ এবং অন্যান্য আনুষাংগিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, অধিগ্রহণ বা নির্মাণ করা।

ঘ. মৎস্য মৎস্যজাত দ্রব্যাদি প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, বিতরণ এবং বিপননের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান গঠন।

ঙ. মৎস্য সমবায় গঠনে মৎস্যজীবিদেরকে উৎসাহিত করা।

চ. মৎস্য সমবায় এবং অন্যান্য মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে ঋণ প্রদান।

ছ. মৎস্য সম্পদ নির্ণয়ে জরিপ এবং অনুসন্ধান পরিচালনা করা।

জ. মৎস্য শিকার, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ এবং বিতরণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অনুসন্ধানের জন্য প্রতিষ্ঠান গঠন।

ঝ. মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদি রপ্তানীর জন্য প্রতিষ্ঠান গঠন।

ঞ. উক্ত যে কোন কর্মসম্পাদনের স্বার্থে সম্পত্তি সংগ্রহ, অধিগ্রহণ বা বিক্রয় করা।

সংকলিত

জল সম্পদ/মৎস্য সম্পদ বিষয়ক তথ্যাদি

উৎস্য	জলায়তন (হেক্টর)	উৎপাদন (মেট্রিক টন)									
		১৯৮৩–৮৪	১৯৮৪–৮৫	১৯৮৫–৮৬	১৯৮৬–৮৭	১৯৮৭–৮৮	১৯৮৮–৮৯	১৯৮৯–৯০	১৯৯০–৯১	১৯৯১–৯২ (প্রজেক্টেড)	১৯৯২–৯৩ (প্রজেক্টেড)
ক. আভ্যন্তরীর জলসম্পদঃ											
১. মুক্ত জলাশয়ঃ											
– নদী ও খাড়ি অঞ্চল (সুন্দর বন সহ)	১০,৩১,৫৬৩	২,১৫,৫৪৯	২,১৯,৮৮২	২,০৬,৭১২	২,০১,১৫২	১,৯১,৮৮৩	১,৮৭,৫৫৬	১,৯০,৩৯৩	১,৯২,৮৫১	১,৯৮,৬০০	২,০৮,৫৬৭
– বিল	১,১৪,১৬১	৫১,৩৭৩	৪৫,৮৯৩	৪৫,২৫৮	৪২,০৭৭	৪৫,৬১০	৪৭,০১৯	৪৬,৫৯৪	৪৭,৯২৩	৪৯,৪২৭	৫২,৩৯৩
– কাপ্তাই হ্রদ	৬৮,৮০০	৪,০৫৭	২,৭০০	২,৪৩৩	৩,৯৮১	৪,০৬৮	৩,৪৩৯	৩,৭১৩	৪,৩৯২	৪,৭৫০	৫,১৫০
– প্লাবন ভূমি	২৮,৩২,৭৯২	২,০০,৬১৬	১,৯৪,১৩০	১,৮৭,৩৯৬	১,৮৩,৭৯৬	১,৮২,০৩৭	১,৮৬,১২৬	১,৯৩,৭৬২	১,৯৭,৬৩৭	২,০৪,৫৫৫	২,১৪,৭৮২
মোট (মুক্ত জলাশয়)	৪০,৪৭,৩১৬	৪,৭১,৫৯৫	৪,৬২,৬০৫	৪,৪১,৭৯৯	৪,৩১,০০৬	৪,২৩,৫৯৮	৪,২৪,১৪০	৪,৩৪,৪৬২	৪,৪২,৮০৩	৪,৫৭,৩৩২	৪,৮০,৮৯২
২. বদ্ধ জলাশয়ঃ											
– পুকুর (১২,৮৮,২২২টি)	১,৪৬,৮৯০	১,০৭,৯৪৪	১,১১,৫৬৭	১,২৩,৮০৪	১,৪২,৮৭৬	১,৪৯,৪২৩	১,৫৫,০১২	১,৬৩,৭৩০	১,৯০,৯৫৭	২,২০,৩৩৫	২,৪৯,৭১৩
– বাওড় (মৃত নদীসহ)	৫,৪৮৮	৮৬২	৯৬২	৯৬৮	১,১৭৪	১,২৫৪	১,৩২১	১,৩৫৭	১,৫৪৪	২,১০০	২,৭৪৪
– উপকূলীয় চিংড়ি খামার	১,০৮,২৮০	৮,২১৯	১১,২৮২	১৯,৯৫১	২২,০৫০	২৫,২৪৮	২৭,১৭২	২৭,৫০৫	২৮,৪৩১	৩৭,০০০	৪৫,৪৭৮
মোট (বদ্ধ জলাশয়)	২,৬০,৬৫৮	১,১৭,০২৫	১,২৩,৮১১	১,৪৪,৭২৩	১,৬৬,১০০	১,৭৫,৯২৫	১,৮৩,৫০৫	১,৯২,৫৯২	২,২০,৯৩২	২,৫৯,৪৩৫	২,৯৭,৯৩৫
মোট (আভ্যন্তরীণ জলসম্পদ)	৪৩,০৭,৯৭৪	৫,৮৮,৬২০	৫,৮৬,৪১৬	৫,৮৬,৫২২	৫,৯৭,১০৬	৫,৯৯,৫২৩	৬,০৭,৬৪৫	৬,২৭,০৫৪	৬,৬৩,৭৩৫	৭,১৬,৭৬৭	৭,৭৮,৮২৭
খ. সামুদ্রিক জলসম্পদ ঃ											
১. ট্রলিং শিল্প		১৪,৫০০	১২,৪৪০	১১,৮৯৮	১২,৩৫৬	১০,৩৯৫	১০,৩৫৩	১১,৩৭৯	৮,৭৬০	১২,৩০৮	১২,৮০০
২. আর্টিস্যানাল ফিশারীজ		১,৫০,৩৮২	১,৭৫,১২৩	১,৯৫,৫০৩	২,০৫,২২৩	২,১৭,১৮৭	২,২২,৯২৮	২,২৭,৬৮৪	২,৩২,৭৭৮	২,৩৬,৮৮১	২,৪৩,৯৮৮
মোট (সামুদ্রিক জলসম্পদ)	১,৬৬,০৭,০০০	১,৬৪,৮৮২	১,৮৭,৫৬৩	২,০৭,৪০১	২,১৭,৫৭৯	২,২৭,৫৮২	২,৩৩,২৮১	২,৩৯,০৬৩	২,৪১,৫৩৮	২,৪৯,১৮৯	২,৫৬,৭৮৮
বাংলাদেশ মোট	২,০৯,১৪,৯৭৪	৭,৫৩,৫০২	৭,৭৩৯৭৯	৭,৯৩,৯২৩	৮,১৪,৬৮৫	৮,২৭,১০৫	৮,৪০,৯২৬	৮,৬৬,১১৭	৯,০৫,২৭৩	৯,৬৫,৯৫৬	১০,৩৫,৬১৫

সূত্র ঃ মৎস্য সম্পদ জরীপ পদ্ধতি, মৎস্য অধিদপ্তর।

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যসামগ্রী রপ্তানী সংক্রান্ত তথ্যাবলী

পরিমাণ= মেট্রিক টন

মূল্য= কোটি টাকা

আর্থিক বৎসর	চিংড়ি		ব্যাংগের পা		হিমায়িত মাছ		শুটকী		লবনাক্ত মাছ		কচ্ছপ/কাছিম		হাংগরের পাখনা/পোটকা		কাকড়া, ইত্যাদি		মোট		জাতীয় মোট রপ্তানী আয়ের হার (%)
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৯৮১–৮২	৬৯০৩	৯০.৪৪	১৮৫১	১১.২১	৬৩১	৪.১৮	৩৯	০.৩৬	১২৩	১.৩১	৫০৭	২.২৫	৬৩	১.২৮	–	০.০৭	১০১১৭	১১১.০৪	৮.৮৪
১৯৮২–৮৩	৯৩১২	১৪৯.৯৪	১৮৭৮	১১.৯৮	১২৭৯	৭.৭০	৭৯	০.৮৩	১২৮	১.২৮	৪৭৯	২.২৯	৬৪	১.৭৬	–	০.০৭	১৩২১৯	১৭৫.৮৫	১০.৮৮
১৯৮৩–৮৪	৮৮১৮	১৫৫.৫০	২৪৯৫	১৯.২৫	২৮১৭	১৪.১৭	৭৪	০.৮৬	২৮৩	৩.২১	৪৪০	২.৪৩	৪৩	১.৩০	–	০.০৯	১৪৯৭০	১৯৬.৮১	৯.৮৯
১৯৮৪–৮৫	১২৬৮২	১৯৯.৪৫	১৩৬০	১০.২৭	৩২৯৭	১৪.৭৭	৪৭	০.৫৫	৩৮২	৩.৬৬	৪২৫	২.৩৩	১০৮	২.১২	–	০.১০	১৮৩০৬	২৩৩.২৫	৯.৬৬
১৯৮৫–৮৬	১৩৬৩১	২৬৯.৩১	২৪৬৩	৩০.৫৭	৫০১৭	৩৬.৫০	৭৮৬	১০.০৬	৪২২	৪.৯৫	৬৭৯	৪.১১	৫০	১.০৭	–	০.১৮	২৩০৪৮	৩৫৬.২৫	১৪.৬৫
১৯৮৬–৮৭	১৬২৭৫	৩৪১.৭৫	২১৬৮	৩০.৫৬	৪০৪৬	৩৫.৪১	৪০২	৪.৯০	২৯৫	৩.৮৪	৪৬১	৩.৪৫	১১৪	৩.৪৯	–	০.৬৫	২৩৭৬১	৪২৪.০৫	১২.৯৯
১৯৮৭–৮৮	১৫০২৩	৩৬১.১৭	২৭০৮	৪২.৪২	৪১৯১	২৮.৩৫	৪৭৫	৬.৬৯	৩৭২	৪.৮১	৫২৪	৫.০৮	১৩০	৪.৬২	–	০.৯৮	২৩৪২৩	৪৫৪.১২	১১.৯৩
১৯৮৮–৮৯	১৫৩৮৬	৩৮২.০৫	২৬৮৫	৪৩.৮২	২৪২৭	২২.৫৯	৫৬৭	১৩.৮৯	২৯৩	৪.১২	২৯৩	২.২২	৬৮	২.৭৭	–	০.৪৩	২১৭১৯	৪৭১.৮৯	১১.৫১
১৯৮৯–৯০	১৭৫০৫	৪১৪.৩১	৭৩০	১০.২৯	৩৪৮৪	২৫.৫৮	১২৭৮	২৩.৪০	১৬১	১.৪৪	১৪২	০.৯২	৩৫	২.৮০	৪	০.০৩	২৩৩৩৯	৪৭৮.৭৭	৯.৬২
১৯৯০–৯১	১৭৯৮৫	৪৫১.২২	৩১৮	৭.৩৬	৫৭২০	৪১.৪০	৪২৭	৫.৫৭	১১৯৪	১৩.৯৫	৭২	০.৫১	৭৮	৩.৭২	৩৩৩	২.৭১	২৬১০৯	৫২৬.৬২	৮.৬৪
১৯৯১–৯২	১৬৭৩০	৪৫৫.৭৩	৭৭১	১১.০৯	২৬০৪	৩০.১০	৮৯২	১৪.১১	৮০	১.৩৯	৯১	০.৯৫	৬৫	৫.৪১	৮৪৭	৫.৫৭	২২০৮০	৫২৪.৩৫	৬.৯১
১৯৯২–৯৩	১৬৪২৫	৫০৯.৬০	–	–	২৬০৮	৩৭.৩৪	১০৩৬	১২.১৯	৫৯৯	৯.৮৪	–	৬.৮৬	২১১	১১.১৭	–	১২.৮২	২৩৪০৭	৫৯৯.৮২	৭.১৬

(মে/৯৩ পর্যন্ত)

মৎস্য বিষয়ক এ্যাক্ট/অধ্যাদেশ/বিধিমালা সমূহ

০১. দি ট্যাঙ্ক ইমপ্রুভমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯৩৯ (মডিফাইড আপ টু ৩১শে মে, ১৯৬৪)।

০২. দি ট্যাঙ্ক ইমপ্রুভমেন্ট (এ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৬।

০৩. দি ইষ্ট বেংগল প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অফ ফিশ এ্যাক্ট, ১৯৫০।

০৪. দি প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অফ ফিশ (এ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২।

০৫. দি প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অফ ফিশ রুলস, ১৯৮৫।

০৬. দি মেরিন ফিশারীজ অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩।

০৭. দি মেরিন ফিশারীজ রুলস, ১৯৮৩।

০৮. দি ফিশ এন্ড ফিশ প্রডাক্টস (ইন্সপেকশন এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩।

০৯. মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৮৯।

১০. দি ইষ্ট পাকিস্তান ফিশারীজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৪।

১১. দি বাংলাদেশ ফিশারীজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এ্যাক্ট, ১৯৭৩।

১২. দি ফিশারীজ রিসার্চ ইনষ্টিটিউট অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৪।

১৩. দি মেরিন ফিশারীজ রুলস, ১৯৮৩ এর সংশোধনী, ১৯৯২।

মৎস্য অধিদপ্তর রাজস্ব খাতভুক্ত মৎস্য সম্প্রসারণ খামার, হ্যাচারী, চিংড়ি হ্যাচারী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের তালিকাঃ

বিভাগ	জেলা	থানা	ক্রমিক নং	খামারের নাম
১	২	৩	৪	৫
খুলনা	খুলনা	খুলনা সদর	০১	খুলনা সদর মৎস্য খামার
		ডুমুরিয়া	০২	ডুমুরিয়া মৎস্য খামার
	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর	০৩	সদর মৎস্য খামার
		দেবহাটা	০৪	সখিপুর মৎস্য খামার
		তালা	০৫	তালা গ্রামীণ মৎস্য খামার
	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর	০৬	সদর মৎস্য খামার
	যশোহর	যশোহর সদর	০৭	সদর মৎস্য খামার
		শার্শা	০৮	বাগআঁচড়া মৎস্য খামার
		ঝিকরগাছা	০৯	ঝিকরগাছা মৎস্য খামার
	নড়াইল	নড়াইল সদর	১০	সদর মৎস্য খামার
	মাগুড়া	মাগুড়া সদর	১১	সদর মৎস্য খামার
		শ্রীপুর	১২	শ্রীপুর মৎস্য খামার
	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ সদর	১৩	সদর মৎস্য খামার
		কোর্টচাঁদপুর	১৪	কেন্দ্রীয় মৎস্য হ্যাচারী কমপ্লেক্স
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর	১৫	সদর মৎস্য খামার
		মিরপুর	১৬	পোড়াদহ মৎস্য খামার
		ভেড়ামারা	১৭	ভেড়ামারা মৎস্য খামার
		কুমারখালী	১৮	কুমারখালী জিওল মৎস্য খামার
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর	১৯	সদর মৎস্য খামার
		গাংনী	২০	গাংনী গ্রামীণ মৎস্য খামার
	চুয়াডাংগা	চুয়াডাংগা সদর	২১	সদর মৎস্য খামার
		জীবন নগর	২২	জীবন নগর মৎস্য খামার
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সদর	২৩	সদর মৎস্য খামার (কাশিপুর)
		উজিরপুর	২৪	বামরাইল মৎস্য খামার
	পিরোজপুর	পিরোজপুর	২৫	সদর মৎস্য খামার
	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর	২৬	সদর মৎস্য খামার
	ভোলা	ভোলা সদর	২৭	সদর মৎস্য খামার
ঢাকা	নরসিংদী	নরসিংদী সদর	২৮	বাগহাটা মৎস্য খামার
	গাজীপুর	গাজীপুর সদর	২৯	টংগী মৎস্য খামার
	টাংগাইল	কালিহাতি	৩০	কালিহাতি গ্রামীণ মৎস্য খামার

	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর	৩১	সদর মৎস্য খামার
	নেত্রকোনা	নেত্রকোনা সদর	৩২	সদর মৎস্য খামার
		দূর্গাপুর	৩৩	দূর্গাপুর মৎস্য খামার
	জামালপুর	জামালপুর সদর	৩৪	সদর মৎস্য খামার
	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর	৩৫	সদর মৎস্য খামার
		ফরিদপুর সদর	৩৬	ফরিদপুর মৎস্য প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র
	মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর	৩৭	সদর মৎস্য খামার
	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর	৩৮	সদর মৎস্য খামার
		বালিয়া কান্দি	৩৯	বালিয়াকান্দি মৎস্য খামার
	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর	৪০	সদর মৎস্য খামার
	ময়মনসিংহ	সদর	৪১	মাসকান্দা মৎস্য খামার /চিংড়ি হ্যাচারী
		,,	৪২	শম্ভুগঞ্জ মৎস্য খামার
		ঈশ্বরগঞ্জ	৪৩	ঈশ্বরগঞ্জ মৎস্য খামার
		ফুলপুর	৪৪	কাজিয়াকান্দা মৎস্য খামার
		গৌরীপুর	৪৫	কৃষ্ণপ্রসাদপুর মৎস্য খামার
		নান্দাইল	৪৬	নান্দাইল মৎস্য খামার
		ত্রিশাল	৪৭	ত্রিশাল মৎস্য খামার
	ঢাকা	ঢাকা মহানগনী	৪৮	গুলশান হ্যাচারী
রাজশাহী	রাজশাহী	পবা	৪৯	রাজশাহী মৎস্য খামার
		পুটিয়া	৫০	পুটিয়া মৎস্য খামার
	পাবনা	ঈশ্বরদী	৫১	ঈশ্বরদী মৎস্য খামার
	রংপুর	মিঠাপুকুর	৫২	সঠিবাড়ী মৎস্য খামার
	সিরাজগঞ্জ	উল্লাপাড়া	৫৩	উল্লাপাড়া মৎস্য হ্যাচারী
	নওগাঁ	পত্নীতলা	৫৪	পত্নীতলা গ্রামীণ মৎস্য খামার
		ধামুর হাট	৫৫	ধামুর হাট গ্রামীণ মৎস্য খামার
		নওগাঁ সদর	৫৬	সদর মৎস্য খামার
	বগুড়া	বগুড়া সদর	৫৭	মালতিনগর মৎস্য খামার
		কাহালু	৫৮	কাহালু গ্রামীণ মৎস্য খামার
		গাবতলী	৫৯	গাবতলী গ্রামীণ মৎস্য খামার
		শেরপুর	৬০	শেরপুর মৎস্য খামার
	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর	৬১	সদর মৎস্য খামার
	নবাব গঞ্জ	আমনুরা	৬২	আমনুরা মৎস্য খামার
		নাচোল	৬৩	নাচোল মৎস্য খামার
	নাটোর	নাটোর সদর	৬৪	সদর মৎস্য খামার
		বড়াইগ্রাম	৬৫	বড়াইগ্রাম মৎস্য খামার
		বড়াইগ্রাম	৬৬	কারবালা জিওল মৎস্য খামার
	জয়পুরহাট	পাঁচবিবি	৬৭	পাঁচবিবি মৎস্য খামার
		ক্ষেতলাল	৬৮	ক্ষেতলাল মৎস্য খামার
	দিনাজপুর	পার্বতীপুর	৬৯	পর্বতীপুর মৎস্য খামার

		চরকাই	৭০	চরকাই মৎস্য খামার
		বীরগঞ্জ	৭১	বীরগঞ্জ মৎস্য খামার
	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর	৭২	সদর মৎস্য খামার
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	পটিয়া	৭৩	পটিয়া মৎস্য খামার/চিংড়ি হ্যাচারী
	বি, বাড়ীয়া	সদর	৭৪	রামরাইল মৎস্য খামার
		কসবা	৭৫	লেসিয়ারা জিওল মৎস্য খামার
	মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার সদর	৭৬	সদর মৎস্য খামার
	ফেণী	ফেণী সদর	৭৭	সদর মৎস্য খামার
		পরশুরাম	৭৮	ফুলগাজী গ্রামীণ মৎস্য খামার
		ছাগলনাইয়া	৭৯	ছাগলনাইয়া মৎস্য খামার
	কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর	৮০	জাংগালিয়া মৎস্য খামার
		হোমনা	৮১	হোমনা গ্রামীণ মৎস্য খামার
		বুড়িচং	৮২	বুড়িচং মৎস্য খামার
		চৌদ্দগ্রাম	৮৩	চৌদ্দগ্রাম মৎস্য খামার
		দেবীদ্বার	৮৪	দেবীদ্বার মৎস্য খামার
		লাকসাম	৮৫	লাকসাম মৎস্য খামার
		চান্দিনা	৮৬	চান্দিনা মৎস্য খামার
	চাঁদপুর	কচুয়া	৮৭	কচুয়া মৎস্য খামার
	সিলেট	সিলেট সদর	৮৮	জেলা নার্সারী
		"	৮৯	খাদিমনগর মৎস্য খামার
		গোলাপগঞ্জ	৯০	গোলাপগঞ্জ মৎস্য খামার
	হবিগঞ্জ	শায়েস্তাগঞ্জ	৯১	শায়েস্তাগঞ্জ মৎস্য খামার
	নোয়াখালী	বেগমগঞ্জ	৯২	চৌমুহনী মৎস্য খামার
	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	৯৩	মানদারী মৎস্য খামার
		রায়পুর	৯৪	রায়পুর মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

মৎস্য হ্যাচারী/খামার

(১) উন্নয়ন প্রকল্প ভুক্ত

(ক) সমন্বিত মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্পঃ

বিভাগ	জেলা	থানা	ক্রমিক নং	খামারের নাম
ঢাকা	গাজীপুর	শ্রীপুর	১	শ্রীপুর হ্যাচারী
	মুন্সীগঞ্জ	সিরাজদিখান	২	সিরাজদিখান কার্প হ্যাচারী
	শেরপুর	শ্রীবর্দী	৩	শ্রীবর্দী হ্যাচারী
	নরসিংদী	মনোহরদী	৪	মনোহরদী হ্যাচারী
	রাজবাড়ী	পাংশা	৫	পাংশা হ্যাচারী

চট্টগ্রাম	বি–বাড়ীয়া	নাসির নগর	৬	নাসির নগর হ্যাচারী
	মৌলভীবাজার	কুলাউড়া	৭	কুলাউড়া হ্যাচারী
	ফেণী	সোনাগাজী	৮	সোনাগাজী নার্সারী
রাজশাহী	পাবনা	ফরিদপুর	৯	ফরিদপুর হ্যাচারী
	রংপুর	বদরগঞ্জ	১০	বদরগঞ্জ হ্যাচারী
	কুড়িগ্রাম	নাগেশ্বরী	১১	নাগেশ্বরী হ্যাচারী
	পঞ্চগড়	বোদা	১২	বোদা হ্যাচারী
	সিরাজগঞ্জ	কাজিপুর	১৩	কাজিপুর হ্যাচারী
খুলনা	ঝিনাইদহ	শৈলকুপা	১৪	শৈলকুপা হ্যাচারী
বরিশাল	বরগুনা	আমতলী	১৫	আমতলী হ্যাচারী
	ভোলা	চরফ্যাশন	১৬	চরফ্যাশন হ্যাচারী

(খ) উত্তর–পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পঃ

রাজশাহী	পাবনা	সাঁথিয়া	১	সাঁথিয়া মৎস্য খামার

চিংড়ি হ্যাচারী

(১) রাজস্ব খাত ভুক্তঃ

বিভাগ	জেলা	থানা	ক্রমিক নং	খামারের নাম
চট্টগ্রাম	কক্সবাজার	কক্সবাজার	১	কক্সবাজার চিংড়ি হ্যাচারী
	চট্টগ্রাম	পটিয়া	২	পটিয়া ব্যাকইয়ার্ড হ্যাচারী / (কার্প হ্যাচারী সহ)
ঢাকা	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	৩	ময়মনসিংহ ব্যাকইয়ার্ড হ্যাচারী / (কার্প হ্যাচারী সহ)

(২) উন্নয়ন প্রকল্প ভুক্তঃ

(ক) চিংড়ি চাষ প্রকল্প (আইডিএ)ঃ

বিভাগ	জেলা	থানা	ক্রমিক নং	খামারের নাম
চট্টগ্রাম	কক্সবাজার	কক্সবাজার	১	কক্সবাজার চিংড়ি হ্যাচারী
		টেকনাফ	২	টেকনাফ চিংড়ি প্রদশনী খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
খুলনা	সাতক্ষীরা	কালীগঞ্জ	৩	কালীগঞ্জ চিংড়ি হ্যাচারী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

চিংড়ি খামারঃ

(১) রাজস্ব খাত ভুক্তঃ

বিভাগ	জেলা	থানা	ক্রমিক নং	খামারের নাম
চট্টগ্রাম	কক্সবাজার	চকোরিয়া	১	রামপুরা চিংড়ি চাষ প্রদর্শনী খামার
বরিশাল	ভোলা	চরফ্যাশন	২	চরফ্যাশন চিংড়ি চাষ প্রদর্শনী খামার
	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	৩	কলাপাড়া চিংড়ি চাষ প্রদর্শনী খামার

মৎস্য অভয়াশ্রমের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	জলাশয়ের নাম	জেলা	থানা	মন্তব্য
১	বরিশাল নদী	বরিশাল	কালকিনি	সমন্বিত মৎস্য উন্নয়ন
২	গলাচিপা নদী	পটুয়াখালী	গলাচিপা	প্রকল্পের আওতায়
৩	সিংরাগুড়া নদী	নাটোর	সিংরা	পরিচালিত
৪	মিনকুটজাফরাবাদ ফিশারী পদ্মানদী	রাজশাহী	গোদাগাড়ী	
৫	হালদা নদী	চট্টগ্রাম	হাটহাজারী	
৬	সারি নদী ও লুবা নদী	সিলেট	কানাইঘাট	
৭	সুরমা নদী	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	
৮	উবদাখালী নদী	নেত্রকোনা	নেত্রকোনা	
৯	কালি নদী	কিশোরগঞ্জ	কুলিয়ারচর	
১০	ব্রহ্মপুত্র নদ	জামালপুর	জামালপুর	
১১	নিরাল বিল	মৌলভীবাজার	বড়লেখা	রাজস্ব খাতভুক্ত
১২	ধলেশ্বরী নদী অংশ–২	হবিগঞ্জ	লাখাই	
১৩	ধলেশ্বরী নদী অংশ–৩	–ঐ–	–ঐ–	
১৪	বাঘাবাড়ী ফিশারী	সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর	
১৫	সিলোন্দা ফিশারী	পাবনা	সাঁথিয়া	
১৬	চুনাগাড়ী ফিশারী	সিরাজগঞ্জ	শাহাজাদপুর	
১৭	ডাকমন্ডুপ জলকর	নাটোর	নাটোর	
১৮	ধুলদহ ফিশারী	নাটোর	নাটোর	
১৯	দুরকি দামোশ	কুষ্টিয়া	দৌলতপুর	
২০	পুরাতন নলছিটি নদী	বরিশাল	বরিশাল	
২১	আড়িয়াল খাঁ নদী	কিশোরগঞ্জ	কটিয়াদি	
২২	চিত্রা নদী	নড়াইল	নড়াইল	
২৩	চাতলা বিল	মৌলভীবাজার	কুলাউড়া	

মৎস্য চাষে প্রয়োজনীয় উপকরণাদীর প্রাপ্তিস্থান

প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানাঃ	উপকরণাদীর নামঃ
১। বেঙ্গল ওভারসীজ লিঃ ৪৩, নয়াপল্টন (৪র্থ তলা) ঢাকা–১০০ ফোনঃ ৪১৩১৬৭, ৪০১৩১৭	পিজি,এইচ সি জি, আর্টিমিয়া, রোটেনন
২। ক) হাবিবুর রহমান খাঁন খাঁন সন্স গ্রুপ সেনা কল্যাণ ভবন (১১ তলা) ১৯৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা–১০০০ ফোনঃ ২৩২৩৩৭, ২৩২৩৬৮	ফসটক্সিন টেবলেট, রোটেনন, আর্টিমিয়া
খ) খাঁন ফিস ব্রিডিং এন্ড রিসার্চ ইউ–১২, নূরজাহান রোড (৬ষ্ঠ তলা), মোহাম্মদপুর , ঢাকা–১২০৭	–ঐ–
৩। ফনিক্স পোল্ট্রি লিঃ ১৬, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা–১০০০	ফসটক্সিন টেবলেট
৪। সেতু মার্কেটিং কর্পোরেশন ৬/সি/১, সেগুন বাগিচা ঢাকা–১০০০ ফোনঃ ২৪৩৯৩৪, ২৪০৩৭৬	রোটেনন
৫। সৌদি বাংলা ফিস ফিড লিঃ ২১১, আউটার সার্কুলার রোড মগবাজার, ঢাকা ফোনঃ ৮৩৪৫১০, ৮৩৪৫২৬	মাছ ও চিংড়ির তৈরী খাদ্য।
৬। কাজী মহিউদ্দিন সান পাওয়ার ৩/১৯/১০, মীরপুর ফোনঃ ৩৮১৭৩১ (বাসা), ২৩৫২১৭	পিজি, এইচ সিজি, সুমাছ, ফসটকসিন, কুইকফস, রোটেনন
৭। হালিম ফাউন্ডেশন ৩২, বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ ঢাকা–১০০০	মৎস্য চাষে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও যন্ত্রপাতি
৮। আবদুর রসিদ মিয়া চাচড়ার মোর, চাচড়া, যশোহর।	পিজি, এইচ সিজি, ফসট্কসিন

৯।	প্যারাগণ এন্টারপ্রাইজ লিঃ ১৩/৫, আউটার সার্কুলার রোড রাজারবাগ, ঢাকা।	রোটেনন
১০।	ক্রিসেন্ট গ্রুপ অফ কোম্পানীজ ৩৬, তোপখানা রোড, ঢাকা–১০০০ ফোনঃ ২৪৫৪৭৬, ২৪২৯৬৯ (অ) ৮৩২২৩৬ (বা)	এয়ারেটর
১১।	বাংলাদেশ এগ্রো–লাইভষ্টক ফাউন্ডেশন, ৯, বংগ বন্ধু এ্যাভিনিউ, হোটেল ডন প্লাজা, (৪র্থ তলা), ঢাকা। ফোনঃ ২৩৭৩৯৩।	ফিস মিন (মাইক্রো ফার্টিলাইজার)
১২।	ইতালী এগ্রিকালচার মেডিসিন, ২১১/১, আলী মার্কেট, কুড়িল চৌরাস্তা বিশ্ব রোড, ঢাকা ক্যান্ট, ঢাকা–১২১২। ফোনঃ ৬১০৮৮০।	মোন্ট–৭, এম এইচ–১০ (জৈব রাসায়নিক সার)
১৩।	এগ্রোসার্ভ রেড ক্রিসেন্ট ভবন (৩য় তলা) ১১৪. মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা। ফোন ঃ ২৫০০৭৫, ২৫৭৭৯২	–ঐ–
১৪।	ইকনোমিক বিলডার্স লিঃ ২৪/১, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা–১০০০ ফোনঃ ৫০০৭২৭ ৫০৮৬০১	সুমাছ
১৬।	টেকনোকমার্স ৬, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা জিপিও বক্স নং–২৭৪৬ ঢাকা–১০০০ ফোনঃ ২৩৮৫২১ ২৫৪৮৩৩।	হ্যাচারী যন্ত্রপাতি
১৭।	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন সংস্থা ২৪–২৫ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা–১০০০	ফিস মিল, জাল
১৮।	মেসার্স হক এন্ড কোং এ, ৩৪ বিসিক শিল্প নগরী নরসিংদী	মাছের খাদ্য
১৯।	কৃষি সুফলী ৬০, জাফরাবাদ রায়ের বাজার, ঢাকা–১২০৯	সুফলী ফিস ড্রাগ

মৎস্য পক্ষ '৯৩ উদযাপনের কর্মসূচী

কেন্দ্রীয় পর্যায়েঃ

৩০–৭–৯৩ ইং (শুক্রবার)	ঃ	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক প্রেস ব্রিফিং।
৩১–৭–৯৩ ইং (শনিবার)	ঃ	মৎস্য পক্ষ '৯৩ উপলক্ষে মাননীয়া প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে রেডিও ও টেলিভিশনে ভাষণ প্রদান।
০১–৮–৯৩ ইং (রবিবার)	ঃ	(ক) বাংলা ও ইংরেজী পত্রিকায় ক্রোড় পত্র প্রকাশ। (খ) মাননীয়া প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক বি এ আর সি প্রাংগনে অনুষ্ঠিতব্য "মৎস্য মেলা" উদ্বোধনের মাধ্যমে মৎস্য পক্ষ '৯৩ এর উদ্বোধন ঘোষণা। (ঘ) রেডিও, টেলিভশন ও পত্রিকার মাধ্যমে মৎস্য চাষ ও মৎস্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত শ্লোগান প্রচার (শেষ দিন পর্যন্ত)। (ঙ) মৎস্য পক্ষ '৯৩ এর উপর একটি সংকলন প্রকাশ। (চ) টেলিভিশনে মাছ চাষ সম্পর্কে প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন।
০২–৮–৯৩ ইং (সোমবার)	ঃ	মৎস্য মেলা অব্যাহত।
০৩–৮–৯৩ ইং (মঙ্গলবার)	ঃ	(ক) মাননীয়া প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানাস্থ কেওয়াটখালী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাংগন সংলগ্ন আড়িয়াল বিলে পোনা অবমুক্তি। (খ) মৎস্য মেলা সমাপ্তি
০৪–৮–৯৩ ইং (বুধবার)	ঃ	মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডি এন ডি খালে পোনা অবমুক্তি।
(০৫–৮–৯৩)ইং (বৃহস্পতিবার)	ঃ	মাননীয় প্রতি মন্ত্রী, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ধানমন্ডী লেকে পোনা অবমুক্তি।
০৬–০৮–৯৩ ইং (শুক্রবার)	ঃ	(ক) মাননীয় মেয়র, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গুলশান লেকে পোনা অবমুক্তি। (খ) টেলিভিশনে মৎস্য পক্ষ '৯৩ এর উপর আলোচনা।
০৭–০৮–৯৩ইং (শনিবার)	ঃ	"মৎস্য সম্পদ ও এর সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠান (একদিন)।

০৮–০৮–৯৩ইং (রবিবার)	ঃ	বাংলাদেশ সৌখিন মৎস্য শিকার সমিতি আয়োজিত ধানমন্ডী লেকে বড়শি দ্বারা মাছ শিকার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান।
০৯–০৮–৯৩ইং (সোমবার)	ঃ	মাননীয় স্পীকার কর্তৃক "সংসদ ভবন লেকে" পোনা অবমুক্তি।
১০–০৮–৯৩ইং (মঙ্গলবার)	ঃ	মৎস্য ভবনে মাছ চাষ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ে আলোচনা সভা ও ভিডিও প্রদর্শনী।
০১–০৮–৯৩ইং (রবিবার) থেকে ১৫–০৮–৯৩ইং (রবিবার)	ঃ	(ক) মৎস্য পক্ষ '৯৩ এর উপর বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারনা অব্যাহত। (খ) মৎস্য ভবন হতে মৎস্য বিষয়ক পত্র–পত্রিকা, পুস্তক–পুস্তিকা, ফোল্ডার, লিফলেট ইত্যাদি বিতরণসহ পোনা বিক্রয় কার্যক্রম। (গ) বিএফডিসি কর্তৃক গুলশান ও বনানী লেকের আগাছা পরিষ্কার করা।

জেলা পর্যায়েঃ

১ম দিন	ঃ	মৎস্য চাষী/মৎস্যজীবি/স্কুল–কলেজের শিক্ষক/সুখী সমাবেশ। মাননীয় মন্ত্রী /প্রতিমন্ত্রী/সংসদ সদস্য কর্তৃক মৎস্য পক্ষ উদ্বোধন। তাঁহার দ্বারা সরকারী দীঘি/পুকুর, মুক্ত জলাশয়ে পোনা মজুদ।
২য়, ৩য় ও ৪র্থ দিন	ঃ	জেলা পর্যায়ে স্কুল/কলেজে মাছ চাষ ও মৎস্য সংরক্ষণ আইনের সুফল সম্পর্কে আলোচনা। মাইক যোগে মাছ চাষ ও মৎস্য আইন/ কারেন্ট জাল বিষয়ে প্রচারণা।
৫ম ও ৬ষ্ঠ দিন	ঃ	জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন স্থানে মৎস্য চাষ ও মৎস্য আইন বিষয়ে ভিডিও প্রদর্শনী।
৭ম, ৮ম ও ৯ম দিন	ঃ	জেলা পর্যায়ে নিকটস্থ খামারে বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আত্ম–কর্মসংস্থানের জন্য মাছ চাষের ছোট প্রকল্প গ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টি করা।
১০ম ও ১১তম দিন	ঃ	মৎস্যজীবিদেরকে নয়া জলমহাল নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত করণ এবং মৎস্য সংরক্ষণ আইনের সুফল সম্পর্কে ধারণা প্রদান।
১২ ও ১৩তম দিন	ঃ	প্রদর্শনী মৎস্য খামার, পোনা চাষ এর বিভিন্ন কার্যক্রম প্রদর্শন ও বেসরকারী খামারে মৎস্য চাষীদের সফর।
১৪তম দিন	ঃ	মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে হাট/বাজার ও জলাশয়ে অভিযান পরিচালনা এবং মাইক যোগে প্রচারণা।

১৫তম দিন ঃ মৎস্য ও চাষী সুধী সমাবেশ। জেলায় একজন সফল মৎস্য চাষীকে পুরস্কার প্রদান। মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক পুরস্কার বিতরণ।

১ম– ১৫তম দিন ঃ (ক) খামার হতে সুলভমূল্যে পোনা বিতরণ।

(খ) জেলা পর্যায়ে মৎস্য চাষ বিষয়ক দ্রব্য, ঔষধ, যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন প্রজাতির মাছ প্রদর্শনী/পুস্তক–পুস্তিকা বিতরণ/পোষ্টার লাগানো/মাইক যোগে প্রচারণা ইত্যাদি।

(গ) সিনেমা হলে মৎস্য আইন, কারেন্ট জাল, ছোট পোনা নিধন, জাটকা ধরা বন্ধ ইত্যাদির উপর স্লাইড দেখানো।

(ঘ) কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে সরকারী জলাশয়ের আগাছা পরিষ্কার করা।

থানা পর্যায়েঃ

১ম দিন ঃ মৎস্য পক্ষ উদ্বোধনঃ
মৎস্য চাষী, হ্যাচারী মালিক, মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্যজীবী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমাবেশ/সভা, মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/সংসদ সদস্য কর্তৃক মৎস্য পক্ষ উদ্বোধন। বিভিন্ন শ্লোগানসহ থানা সদরের রাস্তা প্রদক্ষিণ। মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/সংসদ সদস্য কর্তৃক সরকারী দীঘি/পুকুর কিংবা জলমহালে পোনা মজুদ।

২য়, ৩য় ও ৪র্থ দিন ঃ থানা পর্যায়ে বিভিন্ন স্কুল/কলেজে মাছ চাষ এবং মৎস্য সংরক্ষণ আইন কানুন সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠান। গ্রামে–গঞ্জে মাইকযোগে মাছ চাষ সম্পর্কে এবং মৎস্য আইন কানুন সম্পর্কে প্রচারণা।

৫ম দিন ঃ থানা হেড কোয়ার্টারে মাছ চাষের উপার ভিডিও প্রদর্শনী।

৬ষ্ঠ দিন ঃ ইউনিয়ন পর্যায়ে মাছ চাষের উপর ভিডিও প্রদর্শনী।

৭ম ও ৮ম দিন ঃ বেকার যুবকদের মাছ চাষে সম্পৃক্ত করার জন্য প্রাথমিক ধারনা প্রদান এবং কর্মসংস্থানের জন্য মাছ চাষের ছোট প্রকল্প গ্রহণের সম্ভাবনা সম্পর্কে থানায় মৎস্য সম্পদের পর্যালোচনা।

৯ম দিন ঃ আনসার, ভিডিপি ও পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের সদস্যদেরকে মাছ চাষ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান।

১০ম দিন ঃ যে থানায় জলমহাল আছে সেখানে মৎস্যজীবিদেরকে জলমহাল ব্যবস্থাপনা ও মৎস্য সংরক্ষণ আইনের সুফল সম্পর্কে ধারণা দেওয়া।

১১তম দিন ঃ যে সকল থানায় প্রদর্শনী পুকুর/পোনার চাষ পরিচালিত হচ্ছে সে পুকুরের মাছ চাষ পদ্ধতি পার্শ্ববর্তী মৎস্য চাষীদেরকে দেখানোর ব্যবস্থা করা এবং পুকুরে জাল টেনে মাছ প্রদর্শন করানো।

১২তম দিন	ঃ	থানায় মৎস্য চাষী ও হ্যাচারী মালিকদের সমস্যা ও সমাধান বিষয়ক কর্মশালা। কর্মশালা উদ্বোধন করবেন মাননীয় সংসদ সদস্য।
১৩তম দিন	ঃ	মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের উপস্থিতিতে নয়া জলমহাল নীতিমালার উপর আলোচনা। মাইক যোগে মৎস্য আইন সম্পর্কে প্রচারনা।
১৪তম দিন	ঃ	মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন এর উদ্দেশ্যে হাট–বাজার ও জলমহালে অভিযান পরিচালনা।
১৫তম দিন	ঃ	মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/সংসদ সদস্য এর উপস্থিতিতে থানার সফল মৎস্য চাষী, হ্যাচারী মালিককে পুরস্কার প্রদান। মৎস্য চাষী ও সুধী সমাবেশ। মৎস্য পক্ষের সমাপ্তি।
১ম–১৫তম দিন	ঃ (ক)	থানা পর্যায়ে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, মাছ চাষ সামগ্রী, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধপত্র ইত্যাদির প্রদর্শনী এবং পুস্তক–পুস্তিকা বিতরণ।
	(খ)	যে থানায় খামার আছে সেখান থেকে সুলভ মূল্যে পোনা মাছ বিতরণ। ৫দিন বিভিন্ন ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান।
	(গ)	কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে সরকারী জলশয়ের আগাছা পরিষ্কার করা।

বিশেষ কর্মসূচী ঃ

১৬–৮–৯৩ইং (সোমবার)	ঃ	কক্সবাজারে "চিংড়ি চাষ ও সম্ভাবনা" শীর্ষক আলোচনা সভা এবং সুপারিশমালা প্রণয়ন।

প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বরের তালিকা ঃ

ক. ঢাকাঃ

ক্রমিক নং/ কক্ষ নং	নাম ও পদবী	টেলিফোন নম্বর		
		অফিস		বাসা
		পিএবিএক্স	সরাসরি	
১	২	৩	৪	৫
ক. ১.	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় (পিএবিএক্সঃ		২৩৫১১১—৩৯) ঃ	
০১.	জনাব আবদুল্লাহ—আল—নোমান মাননীয় মন্ত্রী	—	৮৬২৪৩০ ৪১৬১৩১(পিএ)	৮৩৩৭৪৪
০২.	জনাব গয়েশ্বর চন্দ্র রায় মাননীয় প্রতি—মন্ত্রী	—	৪১৬০৩৫ ৪০৬২৩৮	৮১১৮৮৮ ৮১৫০৭৩
০৩.	জনাব এ. জেড. এম. নাছিরুদ্দিন সচিব	২৭২৮	৮৩৪৬৯৯	৮৩২০৮২
০৪.	জনাব এম. এম. এ. মতিন যুগ্ম—সচিব	২৯৪৯	৮৩৪৫৪৯	৮৩৫৬১৩
০৫.	জনাব লোকমান আহমেদ যুগ্ম—প্রধান	২৪৭১	৮৩১৫০৭	৮৩৫৬১৮
০৬.	জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম উপ—সচিব	২০৭৫	২৪২২২৫	৫০৭৪১৭
০৭.	জনাব মোঃ মোশাররফ উল্লাহ উপ—সচিব(সামুদ্রিক)	২৩৪৬	২৪১৭০৯	৪০৪৪৩৮
০৮.	বেগম মনোয়ারা বেগম উপ—প্রধান	২০৬২	২৪১৩০৩	৪০৯৮৭৩
০৯.	জনাব মালিক মোঃ শাহনূর উপ—প্রধান	৩৭৫২	—	৫০৯৬১০
ক. ২.	পরিকল্পনা কমিশনঃ			
০১.	জনাব এম. এ. ছাত্তার যুগ্ম—প্রধান	—	৩১৪৬৮২	—
০২.	জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান উপ—প্রধান	—	৩২৭১৯৫	—

ক. ৩. মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, পার্ক এভিন্যু, রমনা ঢাকা–১০০০ (পিএবিএক্সঃ ২৪৫০২১–২৩এবং ২৪৬১০৩–০৪)ঃ

১০৪.	জনাব এ. কে. আতাউর রহমান, পরিচালক	০১	৮৬৫৪৫৬	৮১৬১২২
১০৫.	পরিচালক মহোদয়ের পি. এ.	০০৮	–	–
১০৭.	জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক	০২	২৪১৩৫৫	৫০৯০০২
১০৮.	পি. এস. ও. (মান নিয়ন্ত্রণ)	০৫	–	–
১০২.	জনাব এস. এম. নাজমুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক	০০২	–	৩২৭৩৮৭
১০৩.	জনাব এফ. করিম (ইন্টারকম)	–	৮৬৪৫৫৬	–
১১১.	জনাব মনতোষ চন্দ্র চক্রবর্তী, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	০৪	–	–
–	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৬	–	–
–	প্রধান সহকারী, প্রশাসন–১	০৭	–	–
৩০৩	বেগম ফেরদৌস পারভীন, উপ–প্রধান	০৯	–	৩২৪৩৯৪
৩০৪	জনাব এস. এন. চৌধুরী, উপ–পরিচালক	–	২৪১৫৯২	–
৩০৬	জনাব মোঃ মাহমুদুল হক, সহকারী প্রধান	০০৪	–	৩২৩২৯০
৩০৯	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	০০৫	–	৩১৯৪৫৩
৩১১	জনাব আব্দুল্লাহ জাহিদ, উপ–সহকারী পরিচালক	০০৯	–	–
৩১৬	ডঃ মোঃ মমতাজ উদ্দিন, উপ–প্রধান	০৮	–	–
৩১৯	বেগম হোসনে আরা, সহকারী পরিচালক	০০৬	–	৮৮৪৯৭৮
৩২২	জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল, সহকারী পরিচালক	৩	–	–
৩২৫	জনাব খবিরুদ্দিন আহমেদ, উপ–পরিচালক	৭	–	–
৪০৯	জনাব আবুল কাশেম, বিওবিপি	–	২৪১৩৮৩	৩৮৩৫৩৯
৪১০	জনাব মহিউদ্দন খান, উপ–পরিচালক	০০৩	–	–
৪১৩	এফ. এ. ও.	–	২৪১৪৩৭	–
৫০৬	জনাব নাসিরুদ্দিন আহমেদ, উপ–পরিচালক	–	২৩০৮২২	৫০০৩২৫
৫১২	এস. টি. এ. কো–অর্ডিনেটর, ৩য় মৎস্য প্রকল্প	–	২৪৭৯০৯	–
৬০২	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম, উপ–পরিচালক	৪	২৪৭৯০০	৪১৬২৮৫
৬০৫	জনাব মোঃ লিয়াকত আলী, অতিরিক্ত পরিচালক	০০১	২৪৯৯৩৪	৩৮০৭০৮
৬০৪	জনাব রাখাল চন্দ্র কংশ বণিক, এস. এস. ও.	–	২৫৫৯০৩	–
৬০৮	জনাব মোঃ আনোয়ার ইকবাল, উপ–পরিচালক	–	২৪৭৯০৬	–
৬০৯	জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, পি. এস. ও.	–	২৩৪৯৯২	৪১২৯২৪
৬১১	জনাব কেইথ ফিশার (৩য় মৎস্য প্রকল্প, এমটিএ লিভার	–	২৪৯৯৪৩	–
৬১২	জনাব মাইক কালপেন (প্রকিউরমেন্ট এডভাইজার)	–	২৪৯৯৪৫	–
৭১৩	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পি. এস. ও.	০০৭	–	৩৮১৪৪৩
৭০২	বেগম নাজনিন (এসএডিপি)	৬	–	৮৯২৯৭৫
৭০৩	জনাব ডেভিড কে. রিসাইড (টিম লিডার, এসএডিপি)	৬	–	–
৭১৮	জনাব মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ, উপ–পরিচালক	৮	–	–
৮০৩	ডঃ মাহমুদুল করিম (এসএডিপি)	৯	–	৮৯২৮০১
৮০৭	বাজেট অফিসার (আইডিএ)	–	২৪৭২১৮	–
৮০৯	নির্বাহী প্রকৌশলী (আইডিএ)	–	২৪৭২১৭	–

৮১০	জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, যুগ্ম–পরিচালক	৫	–	৮০২৩১৬
৮১১	প্রশাসনিক কর্মকর্তা (আইডিএ)	০৩	–	–
৮১৩	প্রকল্প পরিচালক (আইডিএ, চিংড়ি)	–	২৪১৭১৫, ২৪৭২১৬	–
৮২০	জনাব অর্জুন চন্দ্র চন্দ, সহকারী পরিচালক	–	২৪৭২২০	৫০৪৮০৮
৮২৪	জনাব মোঃ আবুল হোসেন, প্রকল্প কর্মকর্তা	–	২৪৭২১৯	–
১০০৪	জনাব মোঃ আমিনুল হক, প্রকল্প পরিচালক(সমন্বিত)	–	২৪৯৩২০	৩৮০৪০৬
১০০৫	জনাব মোঃ শহিদুল আলম, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	–	২৩৮৮৮৩	৪০৬৫৩০
–	উপ–পরিচালক, গুলশান হ্রদ	–	৬০০৩১৯	–
–	প্রকল্প কর্মকর্তা, ধানমন্ডি হ্রদ	–	৩১৮৩৭৪	–
–	বাফরো, গুলশান	–	৮৮৪৬৬১	–

ক. ৪. বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনঃ

০১	চেয়ারম্যান	–	২৫৫০১২, ৮৩৩৩২৪	–

ক. ৫. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলঃ

০১	ডঃ এ. কে. এম. নুরুজ্জামান, সদস্য–পরিচালক(মৎস্য)	–	৩১৩৪৫৭	৪১৪৩০৭

ক. ৬. মৎস্য ও পশুসম্পদ তথ্য দপ্তরঃ

০১	জনাব সৈয়দ খায়রুল আলম, উপ–পরিচালক	–	৩১৬৫৮৫	৩২৩৬৬৯

খ. ঢাকা বহির্ভুতঃ

ক্রমিক নং	জেলা	দপ্তর	(এনডব্লিওডি) টেলিফোন নম্বর
১	২	৩	৪
০১	কক্সবাজার	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৩৪১)৩২৬৮
		প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মেরিন)	(০৩৪১)৩৬০০
		উর্দ্ধতন গবেষণা কর্মকর্তা (এডিবি)	(০৩৪১)৩২৩৪
		উপ–প্রকল্প পরিচালক (আইডিএ)	(০৩৪১)৩৩৫৬
০২	কিশোরগঞ্জ	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৯৪২)৪৬৭
			(০৯৪২)৩৯২ (বাসা)
		খামার ব্যবস্থাপক	(০৯৪২)৩৪৭
০৩	কুমিল্লা	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৮১)৬১৫১
		উপ–পরিচালক (মৎস্য)	(০৮১)৬১২৭
			(০৮১)৫৬৫২ (বাসা)
		সহকারী পরিচালক	(০৮১)৬৫১১
		খামার ব্যবস্থাপক, জাংগালিয়া	(০৮১)৬৫৪২
০৪	কুড়িগ্রাম	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৫৮১)৫০১
০৫	কুষ্টিয়া	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৭১)৪১৮৯

		খামার ব্যবস্থাপক	(০৭১)৩২৯৮
০৬	খাগড়াছড়ি	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৩৭১*)৩৯৭
০৭	খুলনা	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৪১)৬০৩৪৭
		উপ–পরিচালক (মৎস্য)	(০৪১)৬২৩০৪
		সহকারী পরিচালক	(০৪১)৬০৯২১
		প্রকল্প কর্মকর্তা, পোল্ডার	(০৪১)৬০৪৭০
		উপ–পরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ)	(০৪১)২০৬৪৮
		উপ–প্রকল্প পরিচালক (আইডিএ)	(০৪১)৬২১৮১
		খামার ব্যবস্থাপক	(০৪১)২৩৪৯১
০৮	গাজীপুর	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৬৮১)২৫২০
		খামার ব্যবস্থাপক, টঙ্গী	(০২)৬৯০২০৭
০৯	গাইবান্ধা	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৫৪১)৬৪৩
১০	গোপালগঞ্জ	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৪২৩)২৭৭
১১	চট্টগ্রাম	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৩১)২০৫৩৭৬
		উপ–পরিচালক (মেরিন)	(০৩১)৫০০৮২৪
			(০৩১)৫০২৪৮১
			(০৩১)৫০১৩০২
			(০৩১)৫০৩৮৫০
			(০৩১)৫০০২৪৬
			(০৩১)৫০১৭৩১
		প্রকল্প পরিচালক (মেরিন)	(০৩১)৫০৪২০৬
			(০৩১)৫০৩৮৭৩ (বাসা)
			(০৩১)৫০১২৬০
			(০৩১)৫০২৪৮০
			(০৩১)৫০৩৮৬৮
			(০৩১)৫০১২৬২
		উপ–পরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ)	(০৩১)২১১৩৬১
১২	চাঁদপুর	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৮৪১)৩১৬৫
		মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	(০৮৪১)৩৪০২
		মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র	(০৮৪১)৩১৮৩
			(০৮৪১)৩৪৮২
১৩	চুয়াডাংগা	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৭৬১)৩৮৮
১৪	জয়পুরহাট	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৫৭১*)২২৪
১৫	জামালপুর	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৯৮১)৩৬২০
		খামার ব্যবস্থাপক	(০৯৮১)৩৩৫২
১৬	ঝালকাঠি	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৪৯৬)৫৫৮
১৭	ঝিনাইদহ	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৪৫১)২৬৯
		বাওড় হ্যাচারী	(০৪২১)৫৯৮০
১৮	টাংগাইল	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৯২১)৩৬৭৮

১৯	ঠাকুরগাঁও	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৫৬১)৩৪৬৩
২০	ঢাকা	মৎস্য ভবন	(০২)
২১	দিনাজপুর	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৫৩১)৩২৫৭
		খামার ব্যবস্থাপক, পুলহাট	(০৫৩১)৩০৩০
		থানা মৎস্য দপ্তর, সদর	(০৫৩১)৩৩১৫
২২	নওগাঁ	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৭৪১)২৩৮৫
২৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৭৮১)৪৮২
২৪	নড়াইল	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৪৮১*)৫১৩
২৫	নরসিংদী	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৬২১)২৪১০
২৬	নারায়ণগঞ্জ	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৬৭১)৭২৭৩০
২৭	নাটোর	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৭৭১)৫৯০
২৮	নেত্রকোনা	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৯৫১)৪০৪
		খামার ব্যবস্থাপক	(০৯৫১)৫০৪
২৯	নোয়াখালী	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৩২১)৬৩৬২
			(০৩২১)৬৩৭৩
		খামার ব্যবস্থাপক, চৌমুহনী	(০৩২১)৩৯৬৭
৩০	নিলফামারী	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৫৫১)৫৭০
৩১	পটুয়াখালী	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৪৪১)২৫০১
		খামার ব্যবস্থাপক	(০৪৪১)২৪৬৯
৩২	পঞ্চগড়	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৫৬২)৩৬৬
৩৩	পাবনা	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৭৩১)৬০৬৮
		খামার ব্যবস্থাপক, ঈশ্বরদী	(০৭৩২)৪২৭
৩৪	পিরোজপুর	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৪৬১)৫৯৭
৩৫	ফরিদপুর	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৬৩১)৩২২৩
		মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	(০৬৩১)২৪৫৭
		খামার ব্যবস্থাপক	(০৬৩১)৩৩২১
৩৬	ফেনী	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৩৩১)৩৩১০
		খামার ব্যবস্থাপক	(০৩৩১)৪২৩২
৩৭	বগুড়া	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৫১)৫৪৪১
		খামার ব্যবস্থাপক, মালতীনগর	(০৫১)৫৩৩৮
		খামার ব্যবস্থাপক, সান্তাহার	(০৭৪১৯)৩১২
৩৮	বরগুনা	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৪৪৬)৩৯৬
৩৯	বরিশাল	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৪৩১)২৯১৮
		উপ–পরিচালক (মৎস্য)	(০৪৩১)৬১২৭
			(০৪৩১)৬১২৯
		খামার ব্যবস্থাপক	(০৪৩১)৬১১৪
৪০	বাগেরহাট	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৪০১)৪৪৫
		থানা মৎস্য দপ্তর, মংলা	(০৪০২)৪০৭
৪১	বান্দরবন	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৩৬১)৩৩৮

৪২	ব্রাহ্মনবাড়ীয়া	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৮৫১)২৫০১
৪৩	ভোলা	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৪৯১)৪০৭
৪৪	ময়মনসিংহ	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৯১)৪৭৪৮
		খামার ব্যবস্থাপক, মাসকান্দা	(০৯১)৪১৫৮
		প্রকল্প পরিচালক, ডানিডা	(০৯১)৪৫২২
			(০৯১)৫৩১৮
		মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট	(০৯১)৪৮৭৪
৪৫	মাগুড়া	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৬১১)৩৪১
৪৬	মাদারীপুর	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৬৬১)৪৪২
৪৭	মানিকগঞ্জ	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৬৫১)৩৯১
৪৮	মুন্সিগঞ্জ	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৬৯১)২৫৯১
৪৯	মেহেরপুর	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৭৯১*)৫৪৩
৫০	মৌলভীবাজার	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৮৬১)২৮১৩
		খামার ব্যবস্থাপক	(০৮৬১)২২৯২
৫১	যশোহর	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৪২১)৫৭৫২
		প্রকল্প পরিচালক, বাওড়	(০৪২১)৬৪০২
		নির্বাহী প্রকৌশলী, বাওড়	(০৪২১)৩১০৮
		খামার ব্যবস্থাপক	(০৪২১)৪০৪৬
৫২	রংপুর	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৫২১)২৯২৯
		খামার ব্যবস্থাপক, তাজহাট	(০৫২১)৩৭৫৬
৫৩	রাজশাহী	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৭২১)২১৮৪
		উপ–পরিচালক (মৎস্য)	(০৭২১)২২৪৫
		সহকারী পরিচালক	(০৭২১)২৭৮২
৫৪	রাজবাড়ী	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৬৪১)৩৮২
		খামার ব্যবস্থাপক	(০৬৪১)৫৭০
৫৫	রাংগামাটি	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৩৫১)২৩২৭
৫৬	লক্ষ্মিপুর	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৩৮১)৪৬৫
৫৭	লালমনিরহাট	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৫৯১)৩৪৬
৫৮	শরিয়তপুর	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৬০১*)৬৫৬
৫৯	শেরপুর	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৯৩১)৪৪৭
৬০	সাতক্ষীরা	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৪৭১)৩১৮
		খামার ব্যবস্থাপক	(০৪৭১)৬৪২
৬১	সিলেট	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৮২১)৬২৪১
		খামার ব্যবস্থাপক, খাদিমনগর	(০৮২১)৬৭২৬
৬২	সিরাজগঞ্জ	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৭৫১)২১৩৭
৬৩	সুনামগঞ্জ	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৮৭১)৪৯০
৬৪	হবিগঞ্জ	জেলা মৎস্য দপ্তর	(০৮৩১)৫৪০

*= এন ডব্লিও ডি প্রস্তাবাধীন

(সংকলনে ঃ মোঃ মাহমুদুল হক, সহকারী প্রধান, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ।)